নন্দকুমারের ফাঁসী।



ঐতিহাসিক দৃশ্য।

জড়াওনা কালফণী, ফুলমালা ভেবে ;
বিনাদোষে দংশে সর্প, আপন স্বভাবে ॥

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৫ নং রামমোহন সাহার লেন হইতে
শ্রীগৌরদাস বৈরাগীর দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৩ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা।

উপহার।

অশেষ গুণালঙ্কৃত।

কবিবর।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

মহাশয় বরাবরেষু।

আপনার করকমলে, আমার এই ক্ষুদ্র "নন্দকুমারের ফাঁসী" পুস্তক খানি অর্পণ করিলাম। আপনি আমাকে যে রূপ স্নেহ ও ভাল বাসেন সেইরূপ এই পুস্তক খানিকে কৃপা দৃষ্টি করিয়া চির বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি সন১২৯৩ সাল ২ চৈত্র।

কলিকাতা
৫ নং রামমোহন সাহার লেন, { একান্ত অনুগত
শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।

নাট্য লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

হরকুমার	নন্দকুমারের পিতা।
নন্দকুমার	নায়ক।
সদাচারী গোস্বামী	পুরোহিত।
প্রতাপ	বণিক।
ফ্রান্সিস্	কাউন্সেলের মেম্বর।

বৈদ্য, পিয়াদা, ভৃত্য, রক্ষক, দর্শকবৃন্দ, জল্লাদ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সরলা	নন্দকুমারের সহধর্ম্মিণী।
জ্ঞানদা	প্রতাপের সহধর্ম্মিণী।
হরি হরি	বৈষ্ণবী।

দাসী, নর্ত্তকীগণ, সহচরী ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক দৃশ্য

নন্দকুমারের ফাঁসি

—(ঃ)—

প্রথম অঙ্ক। প্রথমগর্ভাঙ্ক।

নন্দকুমারের বহির্ব্বাটীস্থ গৃহ।

নন্দকুমার ও সদাচারী গোস্বামী আসীন।

নন্দকুমার। গুরুদেব! পরিণামে নন্দকুমারের অদৃষ্টে যে এতোধিক দুঃখ ছিল, এরূপ কুচিন্তা নন্দ কুমারের স্বপ্নেরও অগোচর। আঃ! কৃতঘ্ন প্রতাপ!! নরপিশাচ প্রতাপ!!! আজন্ম আমার পিতৃঅন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আমারই সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, পরিশেষে আমারই সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্রে রত থাকিবে, এ ধারণাও আমার কল্পনার অগম্য।

সদাচারী গোস্বামী। বৎস! এ সকল কেবল

গ্রহ বৈগুণ্যের ফল মাত্র; এক্ষণে তোমার শরীরে কাল শনির দৃষ্টি হইয়াছে, সেই অশুভ গ্রহ দ্বারাই এ সকল কুচক্র সিদ্ধ হইতেছে, আমি গণনা করে দেখিছি, ইহাতে তোমার ধন মান, যশ, বাস, সকলই নষ্ট হবে, গৃহলক্ষ্মীও হস্তান্তরিত হ'বে প্রকৃত উপকৃত বন্ধুও এ সময় পরম শত্রুভাবে রবে, অবশেষে নিজের প্রাণ হানি হবার ও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব বৎস ! উতলা হ'ওনা স্বয়ং স্থির হও, মনকে দৃঢ় কর, বিপদকালে ধৈর্য্য ধরাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

নন্দ। স্বামিন্ ! আমি সবই জানি, সবই বুঝি, কিন্তু বোঝায় কে ? আমার সহায় কে ? পিতাও এ সময় আমার অসময় হবে জেনে, আমাকে পরিত্যাগ করে বাণ-প্রস্থ অবলম্বন কল্লেন।

সদা। নন্দকুমার ! সে জন্য তুমি কিছু মাত্র চিন্তিত হ'ওনা, তিনি তাঁহার নিজের

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে রত হয়েছেন। পিতা মাতা কেবল এ ভব-সংসারের পথ প্রদর্শক মাত্র, তাঁরা পারের দায়ী নন, এ সংসারে কে কার সহায় ? সকলেরই সেই সর্ব্ব-শক্তিমান দয়াবান ভগবান সহায়, অতএব তিনিই তোমার সহায়, তাঁরই শরণ লয়ে এ উপস্থিত বিপদের প্রতিকারের চেষ্টা কর। যদি এইঅপার ভব-সাগরের অখণ্ড তরঙ্গ তোমাকে ডুবাইতে চায়, তাহাতে ও ভীত হ'ওনা। এজগতে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম আর কিছুই নয়। বহু পুণ্য ফলে জীবে মানব জন্ম গ্রহণ করে।

নন্দ। প্রভো! অনাথের সহায় বলুন, সম্বল বলুন, জগদীশ্বর'ত আছেনই, কিন্তু এ অসময়ে যেন ও শ্রীচরণ না অসহায় হয়, এই আমার প্রধান প্রার্থনা।

সদা। নন্দকুমার! আমি তোমার পিতার গুরু তোমার পিতা বাণপ্রস্থাব লম্বনের পূর্ব্বে আমাকে বলে গিয়েছেন যে, "গুরুদেব!

আমার নন্দকুমার আপনার নিকটে রইল। ”
অতএব বৎস! অধিক কিব’লব আমি হরকুমারের চেয়েও তোমাকে অধিক স্নেহকরে থাকি। আমি দৈব-তুষ্টি সাধনে, সাধ্যানুসারে বিরত হ’ব না। এক্ষণে অধিক রাত্রি হয়েছে, গ্রহযাগের আয়োজন করিগে, কিন্তু তুমি হতাশ হ’য়ে উপস্থিত বিপদের প্রতিকার সাধনে বিস্মৃত হ’য়োনা।

(গমনোদ্যত, ও উভয়ের দণ্ডায়মান।)

নন্দ। আপনিও এ অভাগাকে শ্রীচরণ দর্শন দানে বিস্মৃত হবেন না।

সদা। এ কথা বলা, কেবল আমার সহিত তোমার ক্ষণ-পরিচয়ের কারণ মাত্র। (ক্ষণেক পরে) আর এক কথা-তোমায় বলছি, স্মরণ করো।

নন্দ। অনুমতি করুণ, শিরোধার্য্য করবো।

সদা। এও গণনা করে দেখেছি, যে বধুমাতা অন্তঃস্বত্বা, যেন এ সময়ে বধুমাতা প্রোগ,

শোকে কোন কষ্ট না পান, তা হ'লে মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

নন্দ। প্রভো! আর লজ্জা নিবারণ কর্ত্তে পাল্লেম না, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বেন, এত দিনের পর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হবে, আমার প্রাণের ধন, অমুল্য ধন, প্রতাপের হবে, ওঃ হো! এ কল্পনা স্মরণ অপেক্ষা আত্মঘাত মরণই শ্রেয়স্কর। সরলে! প্রাণের সরলে!! (মুর্চ্ছা)।

(অন্তঃপুর হইতে সরলার উম্মত্তার ন্যায় প্রবেশ।)

সরলা। হায়! কি হলো, কি সর্ব্বনাশ হলো, প্রাণেশ্বর! হৃদয়বল্লভ!! এ অভাগিনীকে অনাথিনী করে গেলে?

সদা। মা! ভয় নাই, বারি আনয়ন করে সেচন করুন, এখনি চেতনালাভ হবে।

(সরলার তথাকরণ, ও নন্দকুমারের চেতনা প্রাপ্ত।)

নন্দকুমার। ও! ওঁ!! নৃশংস, নরকের পিশাচ প্রতাপ! এতদূর অধর্ম্ম, এত মহাপাপ, কখনই

সহ্য হবে না, আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নি।

সদা। নন্দকুমার! স্থির হও, কাতর হয়োনা, মা! (সরলাকে উদ্দেশে) ব্যজন কর। হায়! বঙ্গ সন্তান! নির্লজ্জ বঙ্গ সন্তান! ধিক্ তোমাদের, স্বজাতিদ্বেষ, হিংসা, রোষ যে জীবনের এক মাত্র উপাস্য, সে জীবনের মূল্য কি? পদদলিত ধুলিকণা অপেক্ষাও সে জীবনের মুল্য সহস্রাংশে ন্যুন, আজ যেমন নন্দকুমার স্বজাতির বিদ্বেষে দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে, কালে সমস্ত বঙ্গবাসী এইরূপ পরস্পর দগ্ধ হবে।

সরলা। ওঃ! কি হবে!! জীবিতেশ্বর!!! অধীর হয়োনা, সত্য সত্যই কি বিধাতা আমাদিগকে চিরকাল এইরূপ কষ্ট দেবেন; তোমার মন এরূপ বিচলিত হলে, হতভাগিনীর জীবন কি আশ্রয় করে থাকবে?

সদা। বৎস নন্দকুমার! অধীর হ'ওনা, সাহসে নির্ভর কর, বক্ষও সবল কর তোমার গুণবতী

ভার্য্যাকে হতাশ কর না, আশ্বাস দাও, সামান্য পবনে মহীরুহ বিচলিত হলে, লতা কি কভু অটল থাকে! আমি এখন কর্ত্তব্যাবধারণার্থে চল্লেম।

[প্রস্থান।

নন্দ। গুরুদেব! চল্লেন নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না, পিতা অবর্ত্তমানে, ও শ্রীচরণই আমার একমাত্র আশা ভরশা।

সরলা। নাথ! অপর দিনের অপেক্ষা আজ, অধিকতর কাতর দেখছি কেন? বিধাতা আবার কি নূতন বিপদে পতিত কল্লেন? শীঘ্র বল, তোমাকে কাতর দেখে, দাসী দ্বিগুণতর কাতরা হয়েছে।

নন্দ। সরলে! কি বল্‌বো, কে যেন আমার কর্ণকুহরে এসে বল্‌ছে যে, নন্দকুমার! পাষণ্ড প্রতাপ, তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেও সন্তুষ্ট হয়, নাই। ওঃ প্রিয়তমে! বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পামর আমার অর্থ লয়েছে, সামর্থ হরেছে,

বিশ্বাস-ঘাতক! আমার সর্ব্বস্ব ধনে বঞ্চিত করেও শেষে এক মাত্র ধন তোমা ধনে বঞ্চিত করে সুখী হবে।

সরলা। কে? প্রতাপ? পাপাত্মা প্রতাপ! প্রতাপের সাধ্য! বামন হয়ে শশী স্পর্শে অভিলাষ, পঙ্গু হয়ে পর্ব্বত লঙ্ঘনে প্রয়াস, আমি যদি কায়মনে এক দিনও তোমার পদসেবা করে থাকি. আমার যদি, দেবতা ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি থাকে, তা হলে সতীত্ব তেজে সে পাষণ্ডকে ভস্ম কর্‌বোই কর্‌বো, প্রতাপ না হয় রাজ সম্মানই প্রাপ্ত হয়েছে, রাজ সাহার্য্যই প্রাপ্ত হয়েছে, আমিত রাণী ভবানীর বংশজাতা, আমারও প্রতি শিরায় প্রতি ধমনীতে প্রতি-হিংসা রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হচ্চে। প্রাণাধিক! এই জন্য এত কাতর হচ্চ, সরলার এ জীবন থাক্‌তে আর কাকেও স্মৃতি পথের পথিক হতে দেবেনা, আর স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়।

নন্দ। প্রিয়ে! অসময়ে সকলই সম্ভবে, বিধি যখন কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন বিধিমতে কষ্ট দেন।

সরলা। প্রাণেশ্বর! চাতক মেঘেরই নিকট বারি প্রার্থনা করে, কখনও সাগরের নিকট যায়না, তবে কেন তুমি সরলার জন্য এত কাতর হচ্চ, সরলা আজও যেমন তোমার দাসী হয়ে বামাঙ্গ সুশোভিত কর্চ্ছে, আজীবন তাই কর্ব্বে, সময়ে এর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হবে না।

নন্দ। সরলে! তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী সতী, এস, একবার হৃদয়ে স্থাপন করি।

(দণ্ডায়মান)।

মাত! সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি যে করে অসুরমণ্ডলীকে নিহত করে দেবতাগণকে রক্ষা করেছিলে, সেই অভয় করে আমার সরলাকে অর্পণ কর্‌লাম, রক্ষা করো, আমি এখন পথের ভিখারী।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতাপের বহির্বাটীস্থ গৃহ, প্রতাপ আসীন।

প্রতাপ। (স্বগত) ফ্রান্সিস্ ও অপরাপর সকলই যখন হেষ্টিংসের বিপক্ষ, তখন একা বারওএল্ সাহেব, সাপক্ষ থেকে কি কর্ব্বেন ? কিন্তু নন্দকুমারের সর্ব্বনাশেরএই প্রধান সুযোগ, ফ্রান্সিস্ সাহেব, হেষ্টিংসের শাসন বিরুদ্ধে বিলাতে যে আবেদন পত্র পাঠাচ্চেন, সেই আবেদন পত্রে কোন প্রকারে নন্দকুমারের স্বাক্ষর দিতে পাল্লে, সর্ব্বনাশের আয়োজন ভাল করে হয়, যাহোক্ ফ্রান্সিস সাহেব এলে আগেই একথা উত্থাপন করবো (প্রকাশ্যে) ওরে কীর্ত্তিবাস ? কীর্ত্তিবাস আছিস্ ওখানে।

(নেপথ্যে—"আজ্ঞা করুন")

ওরে! সব আয়োজন হয়েছে, নাচ আরম্ভ করে দেনা, সাহেবদের আস্বার সময় হয়েছে।

(কীর্ত্তিবাসের নাচের আয়োজন, ও তৎপরে নৃত্য আরম্ভ)

(এমন সময়ে ফ্রান্সিস্ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের প্রবেশ)

(প্রতাপ সেলাম করিয়া বসিতে অনুরোধ)

ফ্রান্সিস। বাঙ্গালীদের নৃত্য অতি পরিপাটী, বেশ ভুষাও অতি সুন্দর, (নর্ত্তকীদের প্রতি) আচ্ছা তোমরা একটু বিশ্রাম কর। (প্রতাপের প্রতি) প্রতাপ বাবু! আপনি বোধহয় জানেন, আমরা মাষ্টার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বিলাতে একখানা আবেদন পত্র পাঠাচ্চি।

প্র। তা শুনেছি, কতদূর হ'ল কতস্বাক্ষর পেলেন?

ফ্রা। স্বাক্ষরের জন্যই এত দিন পাঠান হয় নাই।

প্র। আপনি যদি বলেন, আমি কতকগুলি স্বাক্ষর অনুসন্ধান করে দিতে পারি।

ফ্রা। যদি জনকতক বড় বড় প্রজার স্বাক্ষর দিতে পারেন, তা হলে আপনাকে রাজা উপাধি প্রদান করবো, আর ও বিলাতে পত্র পাঠিয়ে আপনাকে একটী জায়গীর দেওয়াব।

প্র। আপনাদের অনুগ্রহ থাক্‌লে কি না হয়, রাজাকে ভিখারী কর্ত্তে পারেন, ভিখারীকেও রাজা কর্ত্তে পারেন, আবেদন পত্রের মর্ম্ম কি?

ফ্রা। হেষ্টিংসকে অকর্ম্মণ্য প্রমাণ করাই আবেদন পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্র। কিন্তু একার্য্য অতি গোপনে সমাধা করা কর্ত্তব্য।

ফ্রা। যখন আপনি আর আমি জান্‌লেম, তখন গোপনে হবে বৈকি।

প্র। কিন্তু এক কথা—আপনি হচ্চেন সাহেব, রাজ দরবারের সাহেব, আপনার সমক্ষে যে কোন বাঙ্গালী, হেষ্টিংসের বিপক্ষতাচরণ করে এরূপ সম্ভবে না।

ফ্রা। তবে উপায়? তবে কি আমাদের এত শ্রম সমস্ত বিফল হবে।

প্র। আমাকে বিশ্বাস করেন?

ফ্রা। অবশ্য, অত্যন্ত বিশ্বাস করি।

প্র। তবে আমি চেষ্টা করে কতকগুলি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবো।—

পুনরায় নৃত্য গীত আরম্ভ।

ফ্রা। এখন আমি চল্লেম, কিন্তু, অতি শীঘ্র একার্য্য যেন সমাধা হয়

(প্রস্থান।)

প্র। (সেলাম করিয়া) চেষ্টার ক্রটী হবেনা, (স্বগত) এতক্ষণ সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হ'ল, কিন্তু নন্দকুমারকে অনেক কষ্ট দিতে হবে, প্রাণে মারবো, সরলাকেও হরণ কর্‌বো হরণ করা কি যাবেনা? না, সরলা আমায় ভাল বাসবেনা, কেন বাস্‌বেনা? প্রচুর অর্থ দেবো, বহুমুল্য সুন্দর বসন ভুষণে বিভুষিত কর্‌বো, এতেও সরলার মনোনীত হ'তে পার-বোনা, অর্থে কি না সাধন হয়, অঘটন ঘটান যায়, তায় আবার নারীর মন, ভুলতে কতক্ষণ।

(ইত্যবসরে হরি হরি পাগলিনীর প্রবেশ।)

কেও হরি হরি?

হরি। কি মধুর নাম আ মরি মরি!!

আমার মুখে শোন হরি,—

তুমিও মুখে বল হরি।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সবাই বলুক
হরি ! হরি !!
তরু, লতা, গুল্ম, কুঞ্জ, সবাই বলুক
হরি ! হরি !!
নদী, সর, গিরী, গৃহ, তারাও বলুক
হরি ! হরি !!
পিতা হরি, মাতা হরি,—
ভ্রাতা হরি, ভগ্নি হরি, হরি ! হরি !! হরি !!
হরি আর কেউনয়—হরিই পারের কাণ্ডারী
সেই শ্রীচরণ কর্‌রে স্মরণ—
অবোধ জীবন !
পাবিস্‌ যদি ভবের তরী।
সার কর হরি নাম, পাবে তবে মোক্ষধাম,
শয়নে স্বপনে নাম, বল হরি ! হরি !!
অসার সংসারে শুধু সার হরি হরি।

প্র। সুখের সংসারে কেবল অর্থ সুখ ধরি—
জীবন্মৃত হয় নর, অর্থ পরিহরি।

হরি। (সুহাস্যে) অবোধ মন !

মিছে অর্থ তরে, নিজ স্বার্থ ছেড়ে—
পরমার্থে ভুলিলে।
ভ্রান্ত পথে, পান্থ হয়ে—
ক্লান্ত হয়ে ঘুরিলে।
ভোলা প্রাণে ভোলা পেয়ে ভোলাও
নাহি ভোলালে।
হা অর্থ, যে অর্থ করে, হাহাকার কই
ঘোচালে॥

অর্থ রবে কত দিন,
অর্থ লবে কত দিন,—
অর্থ সঙ্গে যাবেনা।
যারে জীবন, বলে আপন, সেও জীবন
যাবেনা।
বসন ভুষণ, অমুল্য রতন,
কিছু অনুক্ষণ রবেনা।
বিনা প্রেম শক্তি, হরি ভক্তি—
কিছুতেই কিছু হবেনা।
হরির চরণ, অসাধ্য সাধন,

সাধ্য সাধন ভুলোনা।
হরির মতন কাণ্ডারী, জগৎ ভাণ্ডারে
পাবেনা।
প্র। অর্থে ভক্ষ্য, অর্থে মোক্ষ্য,
অর্থে স্বর্গ সুখ পায়।
হয়ে অর্থের ভাণ্ডারী,
স্বার্থের কাণ্ডারী,
স্বার্থ পণ্ড করে যায়।
হরি। হরি প্রেমের ভাণ্ডারী,
হরি কল্পতরু হরি।
যারে তারে প্রেম বিলায় ভুরী ভুরী।
কর্‌লে যতন, প্রেম কি রতন,
জানবে তখন এ সংসারে—
যক্ষ কিন্নরে, দেব ও নরে,
ভূচর খেচর জলচরে,
সবাই প্রেম করে, প্রাণ ভরে,
তবু ও প্রাণে নাহি ধরে।
কেবল প্রেমিক ধরে, প্রেম না ক'রে,—

আপন প্রাণে আপনি মরে।

প্র। জনম, মরণ যেমন,

পিরীতি, বিরহ তেমন,

দোঁহাই নিশ্চয়,—

জগৎ প্রেমময়।

বিনা প্রেম আশে, প্রেম পাশে,

কেনা জীব রয়?

হরি বিনা প্রেম না পায়--এও কি কভু হয়,

হরি। এ প্রেম!! সামান্য প্রেম নয়,

পিতা পুত্রে, ভাই ভগ্নি সবায় প্রেম হয়,

এ প্রেমে লজ্জা নাহি রয়।

এ প্রেমে না হয় বিচ্ছেদ—

জীবন গেলেও হয়না প্রভেদ।

পরলোকে হবে মিলন,

প্রেম পরম রতন।

দিয়ে প্রেমভক্তি, পেয়ে দৃঢ় শক্তি,

তবে মুক্তি হবেছে,

হরি ভক্তি, শক্তি করছে,

ভক্তি করে ডাক্‌লে পরে ভক্তের হরি
হয়েছে।

দয়াল হরি! ভক্তের বাঞ্ছা পুরায়েছে।—

নৃত্য ও বাউল স্বরে গাত।

তোরা প্রেম নিবিতো চলে আয়।
হরি বলে বাহু তুলে নেচে নেচে চলে আয়।।
এ প্রেমের নাই পরিসীমা, প্রেমের অপার মহিমা,
আবাল্‌ বৃদ্ধ যারা বামা, তারাও প্রেম পাবি আয়।।
এ প্রেমে না হয় বিরহ, প্রেমে না রয় কলহ,
এ প্রেমে সুখ অহরহ, প্রেমে দুঃখ নাহি পায়।
কেবল পাগল প্রাণে, পাগল প্রেমে, পাগল করে
চলে যায়।।
প্রেম বিলায় হরি, দর্পহারী, প্রেমভাণ্ডারী, এধরায়।

প্র। তবে দয়াল হরি।—

দয়া করি, আমার আশা পুরাও হে।
আমার হৃদাকাশে, সদা বিকাশে তারে
প্রকাশে দাও হে।

দয়াময়! দয়াকরে;—
অধীনের সুদিন দাও হে।

কেমন প্রেম শক্তি, প্রেম ভক্তি,—
এবার প্রেমে মুক্তি কর হে।

হরি। প্রেম যে কি রতন;—
অপ্রেমিকে কেবা জানে।
প্রেমিকার কি বিকার
প্রেমিক হরি বই আর কেবা মানে॥
হরি! প্রেমিক নাগর!! প্রেমের সাগর,—
প্রেম নাদেয় কারে হরি?—
প্রেম দিয়ে, প্রেম নিয়ে সবার,—
সবায় বলায় হরি হরি।

প্র। বৈষ্ণবী! তব প্রেম মনে করি,—
লোক লাজ নাহি ডরি;
সপিব এ পরাণ তরি, প্রেমের তুফানে;
নাহয় যাই যাবো পরাণে।

হরি। (ঊর্দ্ধ দৃষ্টে) কিনেছ হে প্রেমে হরি,—
না চিনে যে প্রাণে মরি;—
শয়নে স্বপনে হরি, শ্রীপদ শুধু চিন্তা করি।

প্র। (শশ ব্যস্তে) হরি হরি! ত্যজ ছলনা,

ব্যক্ত কর মনের কামনা,
আতুর প্রাণ আর, কাতর করোনা ;
ছি ! ছি ! প্রাণে মেরোনা।

হরি। হো ! হো ! ! হাঁসুক ধরায়—
হরিনাম প্রাণেমেরে যায়।
যেনামে জীব মোক্ষ্যধাম পায় ॥
যবে আত্মা, কায়া ছেড়ে যায়—
কর্ণ-কুহরে শুধু হরিনাম শোনায় ,—
অন্তিমেও হরির দোহাই যায়।
হও, হরি প্রেমে রত,
প্রেমে সুখ যত, পাবে অবিরত,
হলে জীবন গত এধন যাবে না।
যারা দেহ ধর্ম্ম, করে ক্ষয়,
মিছে মত্ত করে, রিপু ছয়,
পিছে প্রেম তত্ত্ব পাবে না ;
শুদ্ধ একুল, ওকুল দুকুলরবেনা।
এ সংসারে——
মত্ত হয়ে অসার প্রেমে,

সার তত্ত্ব প্রেমে ভুলোনা

প্রেমের নাহিক তুলনা।

(পুনরায় নৃত্য ও গীত)

এপ্রেমে না হয় বিরহপ্রেমে নারয় কলহ [ইত্যাদি।

(প্রস্থান।)

প্র। বৈষ্ণবী! দাঁড়াও দাঁড়াও,

প্রেম দিয়ে যাও,

ক্ষণেক দাঁড়াও, প্রেম নিয়ে যাও,

কেন পাগল প্রেমে পাগল প্রাণে পাগল

করে চলে যাও—

(তৎপশ্চাৎ প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।।

দেবী-মন্দীর।

নন্দকুমার আসীন।

নন্দ। মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি অন্তর্যামিনী, নন্দকুমারের একমাত্র সহায়, নন্দকুমারের অন্তরের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মা! তোমার ঐ শ্রীচরণ ভরসায় নন্দকুমার এ পর্য্যন্ত ধরাধামে

পর্য্যটন কচ্চে, করুণাময়ি! এ অধমের প্রতি একবার করুণা প্রকাশ কর মা, জননি! আমি এখন অকুল পাথারে ভাস্‌তে চল্লেম, আবার যদি সরলাকে কণ্ঠে স্থাপন করে উভয়ে ঐ অভয়-চরণ-যুগল সেবা করিতে পারি, তা হলেই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ তোমার নিস্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক আরোপণ ক'রে পবিত্রময়ী ভাগিরথীর জীবনে জীবন বিসর্জ্জনা দেবো। দয়াময়ী! অভাগার নয়ন তারা, সর্ব্বস্ব-রত্ন সরলারত্নকে তোমার শ্রীচরণে ভক্তি সহকারে উৎস্বর্গ করিলাম, দেখ্‌বেন যেন সরলার কোমল অঙ্গে কুশাঙ্কুর ও বিদ্ধ না হয়, তাহলে নন্দকুমারের এ ভগ্ন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হবে, এতদিন নন্দকুমার একাগ্রচিত্তে আপনার চরণ সেবা করে এল, তার ফল যেন পায় মা!

(মন্দিরাভ্যন্তরে সরলাকে দেখিয়া)

সরলে! তুমি যে এখানে?

সরলা। হৃদয়েশ! তোমার আগমনের পূর্ব্বে আমি এখানে এসেছি, আমি আজ স্বহস্তে দেবী পূজা কর্‌বো, আজ মনের সাধে দেবী সন্নিধানে দুঃখ জানাবো, যদি দয়াময়ী নিজ-গুণে কণা মাত্র অনুকম্পা প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি আজ এ বেশে এখানে কেন?

নন্দ। প্রিয়তমে! আমি আজ কলিকাতায় ফ্রান্সিস সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে যাবো, সেই জন্য সর্ব্বমঙ্গলার অভয় করে তোমাকে অর্পণ করে চল্লুম।

সরলা। জীবিতেশ্বর! এখনওকি সেই বিজাতিয়-দের বিস্মৃত হতে পারনি? এখন কি তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাধ আছে. এখন কি তাদের বৈরী ভাব বুঝতে পারনি, তাদের আলাপ তাদের আচার মনে হলে, মনে ধিক্কার হয় না।

নন্দ। সরলে! ফ্রান্সিস সাহেব আমার পিতার পরম বন্ধু, পিতা ফ্রান্সিস্ সাহেবের অনেক

উপকার করেছেন, ফ্রান্সিস্ এখন রাজ দরবারের চাকর, দেখি যদি ফ্রান্সিস্ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কোন উপকার করে, বা কোন সৎপরামর্শ দেয় এই আশায়ই যাওয়া।

সরলা। প্রাণবল্লভ! আমি অবলা, তোমাকে আর অধিক কি বোল্‌ব, যখন স্বদেশী স্বজাতি হয়ে বড় কৃতজ্ঞতা স্বীকার কল্লে, তখন যে বিদেশী বিজাতি হতে উপকার প্রাপ্ত হবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

নন্দ। প্রিয়ে! সকলই সত্য, কিন্তু মনতো, বোঝে না, এখন আমার মনে হচ্চে, একজন সামান্য ইতর লোক হতেও আমার উপকার হতে পারে। ভিক্ষুক পথিক ও এখন আমার ভাবী রক্ষক।

সরলা। সে যাহোক, আমি এসময় তোমাকে বাটীর বাহির হতে দোবো না, সরলার এ অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে হবে।

নন্দ। প্রিয়তমে! আমি রাক্ষস বা হিংস্র জন্তুর

সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে যাচ্চিনে, তবে আমায় কেন বাধা দিচ্চ? প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আরও বিশেষ কথা, ফ্রান্সিসের নিমন্ত্রণ অবমাননা করে, তার অপ্রিয় ভাজন হওয়া কি উচিত?

সরলা। কিন্তু আমাকেও কি এসময় একাকিনী রেখে যাওয়া উচিত, যদি এই সুযোগে প্রতাপ আমাকে আক্রমন করে।

নন্দ। বরাননে! পাপাত্মা প্রতাপ যদি তোমাকে হরন কর্ত্তে আগমন করে, তা হলে অগত্যা দেবীর চরণ আশ্রয় করো, আমাকে স্মরণ করো, নিজের সাধ্যমত সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে যত্ন করো, পরিশেষে কিছুতেই পরিত্রাণ না পাও, ভাগিরথীর নির্ম্মল সলিলে ঝাঁপ দিও, আমিও প্রত্যাগমন করে তোমার অদর্শনে পবিত্র সলিলে দেহ ত্যাগ করে, অনন্তধামে তোমার সহিত অনন্ত সুখে মিলিত হব।

সরলা। প্রাণনাথ! পতিব্রতা রমনীর পতিই

একমাত্র দেবতা স্বরূপ, আমি সে স্বামীর পদ সেবায় বিরতা হয়ে পাপাত্মা প্রতাপের অনুগামিনী হবো, একথা স্মরণ কল্যেও মহাপাপ ! ওঃ ! মাত ভাগিরথী ! এ জগতে তুমিই অনন্য সহায়, জননি ! এ অভাগিনীকে সে সময় একবার চরণে স্থান দিও। দেবী বসুমতি ! তুমি যেমন সীতা দেবীর বিপদ কালে আশ্রয় প্রদান করেছিলে এ দুঃখিনীরও বিপদ সময় অভয় অঙ্কে স্থান দিও মা। হৃদয় বল্লভ ! তুমি যাবে যাও, আমি তোমার আশাপথ চেয়ে রইলুম, ত্বরায় আবার প্রফুল্ল মনে দাসীকে দর্শন দিও, এই লও (অর্ঘ প্রদান) দেবীর পূজা করে এই অর্ঘ্য সংগ্রহ করে রেখেছি, এই অর্ঘ্য বলেই তুমি শত্রু বিজয়ী হবে।

নন্দ। আমিও দেবীর একমাত্র চরণ ভরসায়, তোমাকে একাকিনী রেখে চল্লুম। (ঊর্দ্ধে, করযোড়ে) দুর্গে ! দুর্গতিনাশিনী মা গো !!

দুর্গা নাম লয়ে যাচ্ছি, যেন নামে না কলঙ্ক হয় মা।

(প্রস্থান)

সরলা। মাত শুভঙ্করি! অভাগিনী সরলার এক আরাধ্যাদেবী, অনন্য সহায়া সরলার তুমিই একমাত্র সহায়, তোমার শুভ অর্ঘ সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছি যদি অশুভ হয় মা, তাহলে তোমার শুভঙ্করী নামে কলঙ্ক হবে। যদি দাবাগ্নি সহসা সহকারকে দগ্ধ করে, তাহলে মাধবী যে একেবারে অনাথিনী হবে, দেখ মা! এ সরলাকে যেন সেরূপ অনাথিনীকরোনা, এখননন্দকুমারই সরলার কণ্ঠরত্ন সে রত্নহারালে সরলা যে অকূলপাথারে ভাস্‌বে। আমি যদি কায়মন চিত্তে একদিনও তোমার পূজা করে থাকি তাহ'লে অবশ্য তোমার কৃপাবলে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা আমারই হৃদয়ে অধিবেশন কর্‌বে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দকুমারের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সরলা আসীন।

সরলা। (স্বগত) অদৃষ্টের ফলাফল কে বুঝিতে পারে, কখনও বা রাজরাণী কখনও বা ভিখারিণী; সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ; এই সরলা এক সময়ে সদা সর্ব্বদা সহচরী মণ্ডলীতে বেষ্টিতা থাকতো, এক সময়ে সরলার বদন বিন্দুমাত্র বিমর্ষ দেখলে, বাড়ীময় হাহাকার শব্দ হতো, আজ কি না সেই সরলা একাকিনী বিরলে বসে কাঁদছে, কেউ শুন্‌চেও না কেউ ব্যাথার-ব্যথী হচ্চে না, নিজেই কাঁদ্‌ছি, নিজের কান্নায় নিজেই দুঃখ কচ্চি, হায়! অসময়ে কেউ কারোর নয়।

(হঠাৎ নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ।)

(সবিস্ময়ে) একি! অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ-হল কোথায়, দেখি (বহির্দৃষ্টি করত) এই

যে এ দিকেই আসচে, আমারই বাটী আক্রমণ কত্তে আসচে, বুঝেছি, এ সকলই প্রতাপের দুরভিসন্ধি। (নেপথ্যে—"গেলুমরে ! বাবারে প্রাণ যায়, ওরে বাবা ! আর মারিস্‌নে, রক্ষা-কর,—মাঠাকরুন রক্ষা করুন।„)

সরলা। আহা ! বাছারা !! তোমাদের আমি রক্ষা কর্‌বোকি, ত্রিলোক রক্ষাকর্ত্রী তারা মা তোমাদের রক্ষা কর্‌বেন, তাঁরই শরণ লও। পুনরায় নেপথ্যেকোলাহল আহা ! বাছাদের আর্ত্তনাদ আর সহ্য হয় না, মাতঃ ! অসুর নাশিনী ! তুমি যে অনন্ত শক্তিতে মহিষাসুরের হৃদয়ে রক্ত শোষণ করেছিলে, আজ আমাকেও সেই শক্তি, সেই সাহস দাও মা, আজ দাসীও পাপাত্মা প্রতাপের হৃদয়-রক্ত শোষণ করুক।

(পুনরায় বন্দুকের শব্দ, ও কোলাহল)

সরলা। তারামা ! দোহাই মা ! রক্ষাকর এত-দিন দাসী যে আপনার চরণ সেবা করে পদানত হয়েছিল, আজ একবার কৃপা প্রকাশ কর মা

পুনর্ব্বার নেপথ্যে! 'প্রাণ যায় গেলুম, প্রভু কোথায় রইলেন রক্ষা করুন!,

সরলা। করুণাময়ি! আজ তোমার সমক্ষে সরলার সতীত্ব নষ্ট হবে আর তুমি স্বচক্ষে দেখবে, জননি! এখনও প্রহেলিকা প্রকাশ কচ্চ, আর কেন মা! নিজ গুণে কৃপা কর। দস্যু বিনাশিনী। আমি যদি সাধ্বী হই, আমি না যদি এক মুহূর্ত্তও তোমার মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তে না ভুলে থাকি তা হলে অচিরে ও রাঙাপদে প্যাষণ্ডের রক্ত উপহার প্রদান কর্ব্বো।

(প্রতাপ বলপূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটন করত-

সরলার কক্ষে প্রবেশ।)

কে তুমি? আমার গৃহে প্রবেশ কল্লে, আমাকে অসহায় মনে করো না, সম্মুখে দেবী সর্ব্বমঙ্গলে আমার সহায়, পিস্তল লইয়া হস্তে অগ্নিবান! আমার প্রধান সহায়! এ বিশ্বে, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব দানব, মানব, যে কেহ হোক না, কেন, কার সাধ্য সরলার গাত্রস্পর্শ

করে, প্রতাপ তুমি আশায় বিমোহিত হয়ে অলীক স্বপ্নের কল্পনাকে স্থির সত্য জ্ঞান কল্লেও কর্ত্তে পার, তুমি আত্মগরীমায় অন্ধ হয়ে পবনের বেগ ধারণ কল্লেও কর্ত্তে পার, তুমি নিজেরবল পরীক্ষার জন্য নদীর সো ধারণ কল্লেও কর্ত্তে পার, তথাপি তিলার্দ্ধের জন্য আমাকে পাইবার আশা করোনা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

প্র। সুন্দরি! ক্রোধ সম্বরণ কর, সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হরিণীর ক্রোধ করা বৃথা।

সরলা। পাপাত্মন্! শৃগাল হয়ে সিংহ হতে অভিলাষ, তোর অন্তরের দুরাশা ভাগিরথী সলিলে বিসর্জ্জন দিগে যা।

প্র। সরলে! আমার সমক্ষে তোমার এরূপ আস্ফালন শরৎ কালের মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, তুমি জান আমারই কৌশলে তোমার স্বামী নন্দকুমারের কিদুর্দ্দশা হয়েছে, পথের ভিখারি হতে হয়েছে তুমিও যদি ভাল চাও, প্রসন্ন মনে আমার অনুগামিনী হও, নচেৎ তোমার

সুকোমল অঙ্গ দৃঢ় রজ্জুতে বন্ধন কর্ত্তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবো না, কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ কর্ব্বো না।

সরলা। নরনিচাশায় রাক্ষসের আবার দয়া কি? নির্দ্দয় হিংস্র জন্তুর আবার মায়া আছে?

প্র। চন্দ্রাননে! আমার অভিলাস পূর্ণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্বসুখী কর্‌বো।

সরলা। কৃতঘ্ন প্রতাপ! আজন্ম আমার শ্বশুর অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, আজ তুই আমায় সুখী কর্ত্তে চাস্? আমি তোর সুখে সুখি আমি তোর ভোগে উপভোগী হবো? একথা বল্‌তে তোর্ জিহ্বা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হলো না, বামনের চন্দ্র গ্রহণে লালসা স্বপ্নে রাজ্য-লাভ আশা, বঙ্গ-মাত! দেখ; আজ তোমার কন্যা কি উপায়ে সতীত্ব রক্ষা করে, (পিস্তল লইয়া) অগ্নিবান্! তুমি তো ব্রহ্মতেজ ধারণ করে থাক, তুমি হস্তেথাক্‌তে সতীর সতীত্বনষ্ট হবে, তাহলে ব্রহ্মতেজের অবমাননা আর বিলম্ব

করোনা, আর সহ্য হয় না, এখনও তুমি ললনার যন্ত্রণা দেখ্‌ছো, আর কোন্‌ সময় আমার উপকার কর্‌বে, একবার প্রবলতেজে প্রতাপের পাপ হৃদয় বিদীর্ণ করো। অসহায় সাধ্বী-ভগ্নিগণ! তোমারও সকলে দেখ আমি কি উপায়ে সতীত্ব রত্ন রক্ষা করি। (পিস্তল ছুঁড়িলেন, প্রতাপের গায়ে লাগিল না।)

প্র। সাধ্বি! প্রতাপের আশা নৈরাশ করা, সামান্য অবলার কর্ম্ম নয়; এখন তোমার আত্মরক্ষণ আশা শেষ হয়েছে? আমার আশা পূর্ণ কর। (অগ্রসরহওন)

সরলা। ও! ব্রহ্মময়ি! মাগো!! কি কল্লে, কি হলো, প্রাণাধিক! কেথায় রহিলে জীবন সর্ব্বস্ব! দেখে যাও অসহায়া সরলা সতীত্ব রক্ষণে অসমর্থ হয়ে প্রাণত্যাগ কচ্চে।—

প্র। নন্দকুমার ভিখারী, নন্দকুমারের সামর্থ্য কি? যে আমার হস্ত হতে তোমাকে রক্ষা করে, কেন বৃথা তাকে স্মরণ কচ্চ।

সরলা। আমি ভিখারিনী, তিনি আমার ভিখারী, এ অপেক্ষা আর জগতে কি সুখ আছে, (ক্ষণেক পরে) গ্রহ, তারা, সূর্য্য, তোমরা সকলে সাক্ষ্য রইলে, আজ তোমাদের সমক্ষে অসহায়া সরলা রাক্ষসের হস্তে পতিত হলো, নির্দ্দয়, পিশাচ প্রতাপ আজ বল পূর্ব্বক আমার সতীত্ব, নষ্ট কচ্চে; ও জগদীশ্বর! অবলা সরলার কি কেহই নাই? বসুমাতা দ্বিধা হও, তোমার অন্তরে সরলা প্রবেশ করুক।

প্র। আর কেন সুন্দরি!— (অগ্রসর হওন)

সরলা। এত অধর্ম্ম! এত মহাপাপ!! কখনই সহ্য হবে না।

সরলা। (পিস্তল ছুড়িলেন, প্রতাপের আঘাত প্রাপ্তও পতন।

প্র। যুবতি! ভালবাসার কি এই পরিশোধ? প্রেমের এই কি উপযুক্ত দান? আশার কি এই প্রথম ফল?

সরলা। শত্রুর আবার ভালবাসা কি? পাষণ্ডের

আবার প্রেম কি? দুরাশার আবার প্রথম শেষ কি?

প্র। যদি তোমার রূপমাধুরীতে মোহিত না হতেম, তা হলে কখনই তোমার এরূপ স্পর্দ্ধা বাক্য সহ্য কর্ত্তেম না; এর অনেক পূর্ব্বে তোমার কোমল শরীরে আঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেম; এখনও অনুনয়, বিনয় করে বলছি, এখন ও আমাকে ভজনা কর, এখনও আমার বাসনা পুর্ণ কর, এখনও আমার ইন্দ্রিয় লালসার তৃপ্তি সাধন কর, এখনও নন্দকুমারের আশা পরিত্যাগ কর, এখনও বলচি আমার ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি সর্ব্বস্ব তোমার সুকোমল-কর-কমলে অর্পণ কর্ব্বো, যদি একবার আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও।

সরলা। পামর! পরের ঐশ্বর্য্যে, পরের সম্পত্তিতে কে কোথায় সুখী হয়? আরও, তুমি আমার শত্রু কার ইচ্ছা শত্রু সুখে সুখী হয়?

প্র। ললনে! এখনও বলছি, আপন চিত্ত স্থির

করে, আমার চিত্ত প্রসাদে রত হও, নন্দকুমারের চিত্র, চিত্ত হতে অপসৃত করে, হাস্য বদনে আমার হৃদপদ্মাসনে উপবেশন কর।

(ইত্যবসরে দ্রুতপদে হরি হরি পাগলনীর প্রবেশ !)

হরি। (বক্ষে বসিয়া) ওরে পাপি ! পাপাশয় এত পাপ কি ধর্ম্মে সয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে জগৎ সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মময় !
পেয়েছ কি রাজত্ব ?—হয়েছ কামে মত্ত,
নষ্ট কর্ব্বে সতীত্ব, করেছ মনন।
নিশ্চয় হইবে তব, নরকে গমন ॥
জান না বাছাধন, সতীত্ব কি রতন
সতীর সতীত্ব তত্ত্ব জ্বলন্ত হুতাশন।
নির্ব্বোধ পতঙ্গ যেমন ;—
অনল সরল ভাবে, না ভাবে মরণ ॥
রে মূঢ় ! তুমিও তেমন ;—
আপনি আহ্বানি আনি আপন মরণ,
সতীত্ব করিতে হরণ মনন ॥

শ্রীহরি সহায় যারে, অসহায় ভাব তারে
সাধ্য কি মানব তারে, হরিবে এখন।
ভাল চাও, ফিরে যাও, যাও বাছাধন।

(বলিয়া পদাঘাত)

[নেপথ্যে—"ওরে ভাই শীঘগির করে নিয়ে আয়, মেয়েনাতি খেয়ে ওঁর প্রাণটা যায়।„ (ভিন্ন স্বরে) "পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়,—
ভারতময় এই কয় „]

[দুই জন রক্ষকের প্রবেশ ও প্রতাপকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।]

সরলা। নিয়ে যাস্ কোথা। (প্রতাপের প্রতি) কেমন বর্ব্বর! এতক্ষণে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, না হয়ে থাকে এই লও [প্রহার] এখন বল, আমায় সুখী কর্ত্তে চেয়েছিলে আমি সুখী হয়েছি আরও সুখী কর্ত্তে চাও, এই লও [পুনরায় প্রহার]

১ম র। ওগো! আর মেরোনা লাতি,—
ভেঙ্গে যাবে বুকের ছাতি!

২য় র। হুঁ! এটী কন লন হেঁদুর পোতি,—

তার অপোর, তার অপোর মাঝে লাতি

(উভয়ে প্রতাপকে লইয়া প্রস্থান।

সরলা। (হরি-প্রতি) বৈষ্ণবি দিদি! কি দিব উপহার,

জাত, কুল, মান রেখেছ আমার;—

সময়ে পরও হয় আপনার,

অসময়ে কেহ নয় কাহার,—

পড়েছিনু বিষম সঙ্কটে;

স্বামী, পুত্র রক্ষক, ভৃত্য, কেহ ছিল না নিকটে;

কেবল তোমা হ'তে পেয়েছি নিস্তার।

ভুলিব না জীবন থাকিতে তবধার।

হরি। কে ক'রে কার উপকার!

কারও হতে কারোর হয় না নিস্তার,

এ জগতে,—কর্ম্মক্ষেত্রে, নিমিত্তের ভোগী যে যার।

আপন কর্ম্ম ফলে ভরে আপনি হবে পার

হরি কর্ণধার।—

প্রাণ পনে প্রেম পেলে প্রাণে, হরি করে
পার।
রক্ষক, হরি! তারক হরি!!
পড়িলে অকুলে, বিপদ সঙ্কুলে;
মুখে বল্‌বে শুধু হরি! হরি!! হরি!!!
হরির চরণ কর্‌বে শরণ,
"বিপত্তে শ্রীমধুসূদন।"
যা হোক এ মুল্লুকে নাইকো দাব।
গরিবের হবে কে মা বাপ্‌?
কাজেই জোর যার, মুল্লুক তার,—
এ দেশের বালাই নাই আর।—

সরলা। বৈষ্ণবী দিদি! এত দিনে জান্‌লেম, ভালবাসার প্রতিশোধ আছে, আন্তরিক স্নেহের প্রদর্শনী আছে, তুমি যে আমাকে আন্তরিক ভালবাস, ও অকৃত্রিম স্নেহ করে থাক, আজ তার বিশেষ পরিচয় পেয়েছি, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এইরূপ দিন দিন শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব করে, ধর্ম্মে মতি

রেখে, দীর্ঘ জীবি হও। দিদি! এ মহৎ উপ-কারের পরিশোধ কিসে দেবো, তোমার নিকট আমরা স্ত্রী পুরুষে উভয়ে আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম, অধিক কি বল্‌বো বিধাতা আমাদের প্রতি দিন্ দিন্ [বলিয়া রোদন]

হরি। চুপ কর দিদি! আমি কি তোমার ক্রন্দন শুন্‌তে এলেম, অনবরত ক্রন্দনে সংসারের অশুভ বই শুভ লক্ষণ হয় না।

সরলা। দিদি! অশুভ হতে বাকি কি? তুমিতো দেখেছিলে আমরা ছিলুম কি, হয়েছি কি! (ক্রন্দন)

হরি। সকলই হরির লীলা! এই অসার মায়া সংসার; হরির ক্রীড়াভূমি, কখন যে কি খেলা খেলেন, কেউ বল্‌তে পারে না, তাবলে মিছে কান্না বা আক্ষেপে কে কোথায় সংসারের অখণ্ড ঢেউ কাটাতে পারে? মনকে প্রবোধ দাও, একেবারে নৈরাশ হয়োনা, সুখ দুঃখই

জীবনের অনুচর, আরও এককথা, তোমাকে অধিক বিমর্ষ দেখ্‌লে গুরুদাস বলো, বা নন্দকুমারই উভয়ে একেবারে অধীর হবে; অতএব স্বামী, পুত্রের অমঙ্গল কামনা করোনা অমূল্য মানবজীবনই সংসারের আদরের বস্তু, অর্থ ততোধিক নয়, কারণ অর্থ একবার যায়, আবার আসে, জীবন একবার গেলে আর আসে না, সুতরাং স্বামীর ও পুত্রের জীবনের শুভকামনা করে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করো।

সরলা। দিদি! স্বামীর জীবনের কিছু মাত্র আশা নাই, গোস্বামী মহাশয় গণনা করে দেখেছেন, জীবন হানি হবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

হরি। স্থির,—সত্য নিরূপণ করা, স্বয়ং ভগবান হরি ভিন্ন কেহই পারেনা, যাইহোক স্থূল কথা, বিপদ একাকী আসে না, বিপদের অনেক অনুচর, সুতরাং বিপদকালে জীবের সাবধান হওয়া উচিত। এখন দাদা নন্দকুমার করে

আস্‌বেন? যখন পদে পদে বিপদ, তখন এরূপ তোমাকে একাকী রেখে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। আমি এখন যাই, কার্য্য বিশেষে সাক্ষাৎ কর্‌বো।

(গমনোদ্যত।)

সরলা। দেখ দিদি যেন ভুলে থেকোনা, আজ তোমা হতেই জীবন পেয়েছি তোমার এ ঋণ মলেও পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা!—

হরি। হরি তোমার ভাল কর্ব্বেন।

(প্রস্থান)

সরলা। (স্বগত) দিনমণি অস্তে গেলেন, নিশা-মণি উদয় হলেন, নিশা আরম্ভ হলো, আবার নিশামণি অস্তে যাবেন, দিনমণি উদয় হবেন, দিন আরম্ভ হবে, পুনরায় নিশা আরম্ভ হবে, এই রূপে নব নব দিনের অভ্যুদয় হবে, ক্রমে দিনে দিনে দিন গত হবে, নব নব মাস প্রকাশ হবে, মাস পূর্ণ হয়ে এলে, নব নব বর্ষ আরম্ভ হবে, পরিশেষে বর্ষান্তরে, যুগান্তরে প্রলয়

আরম্ভ হবে, এই রূপে সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই আদি, অন্ত, আছে, কিন্তু আমাদের দুঃখের আর অন্ত নাই; বিধাতা আমাদের কপালে অনন্ত দুঃখের লিপি লিখিছেন, জীবন তুমি যে ক্ষণ-স্থায়ী জানতেম, তুমিও এসময় চিরস্থায়ী হলে, তুমিও বিপক্ষ হলে, হও তাতে ক্ষতি নাই, কত দিন থাক্‌বে! কেবল প্রাণবল্লভের দর্শনাপেক্ষায় এখনও তোমায় দেহে রেখেছি। জীবিতেশ্বর! সরলার জীবন এখনও বহির্গত হয় নাই, তোমার মুখচেয়ে এখনও জীবিত আছি, (ক্ষণেকপরে) আজ যদি বৈষ্ণব দিদি আমার সহায়তা না কর্ত্তো, তাহলে এতক্ষণ সরলাকে কেউ জগতে দেখ্‌তে পেতো? ভ্রষ্টাপবাদে জীবন ধারণ করার সুখ কি। সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ লীলা-ময়ের লীলা।

গীত। রাগিনী জয়জয়ন্তি, তাল আড়া ঠেকা।

লীলাময় কত লীলা, বলা নাহি যায়।
অবলা সরলা বালা, নানা জ্বালা পায়।

করেছি কি মহাপাপ, পেতেছি কি মনস্তাপ;
প্রতাপের এ প্রতাপ. তাপ প্রাণে পায়।
একি হলো ভাল হায়, কি করি উপায়।
শুনরে নিঠুর বিধি, এ কিরে কঠোর বিধি;
দুখের নাহি অবধি, প্রাণে বধি হায়!
রেখহে সতীত্ব ধন, এই ভিক্ষা পায়॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

ফ্রান্সিসের বাটী।

প্রতাপ ও ফ্রান্সিস আসীন।

প্র। আমার প্রকৃত নাম প্রতাপ নয়, প্রতাপ নামে আমার কোন বাণিজ্য কর্ম্ম হয় না, আমি শৈশবাবস্থায় চঞ্চল স্বভাব বশতঃ অত্যন্ত দৌরাত্ম করতাম, সেই অবধি আমার পিতা মাতা আদর করে, আমায় প্রতাপ বলে ডাক্‌-তেন, নচেৎ প্রতাপ নাম আমার ছল নাম মাত্র

ফ্রা। এ পর্য্যন্ত আমরাও আপনাকে প্রতাপ বাবু বলে জানি।

প্র। আপনারাও নন্দকুমারের মুখে শুনে থাক্‌-বেন, আর ঐ নামটীই আমার অধিক প্রচলিত; এক্ষণে ঐ নামে আমার কোন ভূমি সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিল, যাহা নন্দকুমারের দ্বারা খরিদ

হয়েছে এই জাল অভিযোগে, আদালতে মোকর্দ্দমা আনিলে নূতন আইন অনুসারে নন্দকুমারের ফাঁসী হবে আমারও মনোস্কামনা সুসিদ্ধ হবে।

ফ্রা। এরূপ গর্হিত কৌশলে এক জনের জীবন নষ্ট করা, আমার মতে যুক্তি সঙ্গত নহে।

প্র। যুক্তি অযুক্তি বুঝি না, নন্দকুমারের জীবিত দেহ আমার চক্ষের শূল, নন্দকুমার জীবিত থাকতে আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারবো না। নন্দকুমারের জীবন গ্রহণেই যখন আমার তৃপ্তি লালসা দিন দিন বৃদ্ধি হতেছে, তখন যে কোন প্রকারে হোক্ নন্দকুমারের জীবন গ্রহণই আমার জীবনের মোখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনাকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সহায়তা কত্তে হবে।

ফ্রা। দেখুন প্রতাপ বাবু! আপনি এ বেশ জানবেন যে, বৃটনবাসী ইংরাজ যদি ও স্বার্থ—পরবটে, তথাপি বঙ্গবাসীর মত কৃতঘ্ন নয়। আপনি আমার উপকার করেছেন, আমি ও

অবশ্য আপনার প্রত্যুপকার করবো; আপনি আমার অন্তরে সুখ দিয়েছেন, আমি যে আপনার অন্তরে দুঃখ দেবো, এরূপ কদাচ বিশ্বাস করবেন না ফ্রান্সিস্ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে সমস্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এক পক্ষ হলেও কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা কর্ত্তে পারবে না, আপনি স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমি এ বিষয়ে মনোযোগী রহিলাম, কিন্তু—

প্র। কিন্তু, বলে আমাকে সঙ্কুচিত করেন কেন?

ফ্রা। না সে কোন কাযের কথা নয়, আপনি মনের সুখে থাকুন গে।—

(প্রতাপের প্রস্থান।)

ফ্রা। (স্বগত) ও! বাঙ্গালী কি স্বজাতী বিদ্বেষী!! নন্দকুমারের যৎপরোনাস্তি অবনতি করেও এপর্য্যন্ত প্রতাপের মনের সন্তোষ হয় নাই; এখন জীবন নষ্ট করতে চেষ্টা কচ্চে, ধন্য প্রতিহিংসা! ধন্য তোমার নির্ম্মম, প্রবল

ক্ষমতা, ! !——ধন্য তোমার নিগূঢ় কুহক !—

(বিষণ্ণ নন্দকুমারের কুণ্ঠিত ভাবে প্রবেশ)

নন্দকুমার ভাল আছ ?

নন্দ। আমার ভল, মন্দ আপনাদের নিকট,—আপনারা জানেন না, আমি ভাল আছি কি মন্দ আছি ? আপনারা যেরূপ রাখেবেন, আমিও সেইরূপ থাক্‌বো।

ক্লা। নন্দকুমার ! আমি তোমার ক্লেশের সবিশেষ তত্ত্ব পেয়েছি, কিন্তু কি করবো আমা হতে সে ক্লেশের কোন বিশেষ প্রতিকার হ'তে পারেনা।

নন্দ। আপনি হ'লেন আমার পিতার পরম বন্ধু,—

ক্লা। (সবিস্ময়ে) কে ! তোমার পিতা ? আমার পরম বন্ধু ! !

নন্দ। আমার পিতা দাওয়ান হরকুমার। আপনার প্রধান হিতৈষী ছিলেন।

ফ্রা। হরকুমার! হরকুমার!! নাম শুনেছি মাত্র, বিশেষ আলাপ নাই।

নন্দ। আলাপ না থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাঁর নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়েছেন।

ফ্রা। একথা কর্ণ মাত্র বিশ্বাসের যোগ্য নহে বাঙ্গালীর নিকট ইংরাজ সহজে সাহার্য্য প্রার্থনা করে না।

নন্দ। (স্বগত) যা ভেবেছিলাম তাই ঘট্‌লো পতিব্রতার কথা সত্য হ'ল সাধ্বির নিষেধই শিরোধার্য্য হ'ল, শেষে ফ্রান্সিস ও বিপক্ষ হ'লো ধন্য শ্বেত মুর্ত্তি! তোমরা না কৃতজ্ঞ বলে আপনাদের পরিচয় দাও, এই কি তোমাদের কৃতজ্ঞতা।

ফ্রা। নন্দকুমার নীরবে রইলে যে?

নন্দ। মহাত্মন! শরণাগত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করা, বর্ব্বর পাষণ্ডের কায, পিশাচ প্রতাপের কায, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ, দয়াবান বৃটনবাসী ইংরাজের কায নয়। আর উন্নত বৃটনবাসী

কৃতঘ্ন আমি বর্ব্বর কতদূর সত্য জান্‌তাম না আজ জান্‌লেম।

ফ্রা। নন্দকুমার! ওকথা বল্‌ছো কেন? আমি তোমার সর্ব্বনাশ করা দূরে থাক্‌ এপার্য্যন্ত কখন তোমার অনিষ্ট চেষ্টার সুত্রপাত করেছি?

নন্দ। প্রকাশ্যে নয়; অন্তরে অন্তরে কি করেন বল্‌তে পারিনি।

ফ্রা! নন্দকুমার! এ বেশ জেনো, আমি নিজে যদি তোমার অহিত কামনায় রত থাক্‌তেম, তাহলে এত দিন তোমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দেশত্যাগী হতে হ'তো। তোমার শুদ্ধ প্রাণ পার্য্যন্ত অবশিষ্ট থাক্‌তো।

নন্দ। দেশত্যাগী হতে বাকি কি? অবশিষ্ট জীবনে আবশ্যক কি? এখন মনে আশা করে এসেছিলাম যে, ফ্রান্সিস সাহেব, পিতার নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হ'য়েছেন, যদি আমার এই অসময়ে পূর্ব্ব উপকার স্বীকার করে কোন উপকার করেন।

ফ্রা। নন্দকুমার! পুনরায় ওকথা বল্‌চো, বোধ হয় তোমার গৃহের গৃহিণীর নিকট উপকথা শুনে থাক্‌বে।

নন্দ। একথা যে নিতান্ত উপকথা নয়, বোধ হয় আমি শপথ করে বল্‌তে পারি। কিন্তু নন্দ-কুমারের শোচনীয় অবস্থা নন্দকুমারের উপর সদাচারী ইংরাজদের সুবিচার, এসকল বিবরণ, ভবিষ্যতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত বঙ্গ-বাসীর হৃদয়ে সত্যগল্পচ্ছলে দৃঢ়রূপে সুপ্রণালীতে গাঁথা থাক্‌বে!

ফ্রা। নন্দকুমার! এখনও তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়নি? এখনও তুমি নম্র হলেনা? এখনও তুমি বৃটন বাসীর উপর বিদ্বেষ বিস্মৃত হতে পাল্লে না? এখনও তুমি জান্‌তে পাচ্চনা, তোমার এ অবস্থার কারণ শুদ্ধ ইংরাজের উপর হিংসা, ইংরাজের উপর বিপক্ষতাচরণ; তুমি যদি আমাদের মনোনীত হয়ে চল্‌তে, এত দিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হতে পার্ত্তে,

কেবল নিজের বুদ্ধিদোষে সমস্ত হারালে। এখনও সাবধান হও, এখনও নম্র, হও, এখনও যদি ঐশ্বর্য্যের আশা কর, এখনও দেখ এখনও সময় আছে।

নন্দ। বিশ্বাসঘাতক দত্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হওয়াপেক্ষা পথের ভিখারী হওয়া, আত্ম দম্ভের পরিচয় স্থল। আর ওরূপ আধিপাত্য ভোগ লালসা, ন্যায়বান্ পুরুষের আশা নয়, নীচ, পিশাচ প্রতাপের আশা, প্রতাপকে ওরূপ, ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করুনগে, আমার ওরূপ ঐশ্বর্য্যে কায নাই, আমি ওরূপ স্বপ্নেও আশা করিনা।

ফ্রা। আচ্ছা এখন যদি রাজদরবারে কোন উচ্চ-পাদস্থ কর্ম্ম প্রাপ্ত হও করোনা ?

নন্দ। আর,—এপ্রাণ-থাক্‌তে নয়।

ফ্রা। পূর্ব্বে করেছিলেন কেন ?

নন্দ। পূর্ব্বে জান্‌তেম না, এখন সমস্ত জেনেছি।

ফ্রা। কি জেনেছ ?

নন্দ। কি জেনেছি! জেনেছি, শ্বেত মূর্ত্তির অমানুষিক ব্যবহার জেনেছি।

ফ্রা। (গাত্রোত্থান করত) নন্দকুমার! অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই, অচিরেই তোমার আত্ম দম্ভের ফল প্রাপ্ত হবে।

নন্দ। নন্দকুমারও সাদরে গ্রহণ করবে, নন্দকুমার তাতে ভীত নয়।—

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতাপের উদ্যান।

জ্ঞানদা লতামণ্ডপে উপবিষ্টা।

জ্ঞানদা। জগতের মধ্যে প্রেমেই সারবস্তু, আমার অদৃষ্ট অসার বলে বোধ হচ্চে কেন? এক ছার প্রেমের তরে আমিই কি শুধু জ্বলে মচ্চি; না;—এই যে মাধবী সহকারকে আশ্রয় করে, তবে ও কেন আজ ধুলায় ধুসরিত হচ্চে, আরও ক্রমে যত দিবা অবসান হয়ে আসৃছে, ততই হাস্যমুখী কমলিনীর বদন মলিন হয়ে আসৃচে কেন? চন্দ্রমা! তুমিও কিছু পরে মলিন হবে; কমলিনী! চন্দ্রমা!! এস আমরা পরস্পরে, মনের দুঃখ জানায়ে দুঃখ লাঘব করি, কিন্তু তোমাদের দুঃখ অচিরে ঘুচবে, এ অভাগিনীর দুঃখ তো এ জন্মে যাবে না, (ক্ষণেক পরে)

মন! তুমি কার জন্যে এত অধীর হচ্চ, জ্ঞানদার দেহে অবস্থান করে, এত কাতর হচ্চ কেন? কে কোথায় ইচ্ছা করে সর্প ধরিতে সাহস করে। সর্পকে যতই কেন যত্ন কর না, কখনই নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন হবে না, সেই রূপ প্রতাপের স্বভাব, কখনই পরিবর্ত্তন হবার নয়, আমিও কখন অনুরাগিনী হব না; কিন্তু প্রতাপের নাম কল্লে আমার অন্তর মধ্যে এক অ—

ভয়ের উদয় হয় কেন;—

(হরি হরি পাগলিনীর গীত করিতে করিতে প্রবেশ)

কেন হেন প্রেম, করেছিলে?
প্রেমেতে ভাতিয়ে.প্রেমেতে মাতিয়ে,যেসাধে এফাঁদে পা দিলে
নিজে সাধ করে ফাঁদে পড়িলে।
কপট শঠের নিষ্ঠুর কঠোরে, ঠারে ঠারে তারে ঠারিলে.
নিজে সাধ করে ফাঁদে পড়িলে।
সরল পাইয়ে, গরল খাইয়ে, ছল, ছল, ফল পাইলে।
নিজে সাধ করে ফাঁদে পড়িলে।

জ্ঞানদা। কেও বৈষ্ণবী! ভাল আছ।

হরি। সংসারে ভাল মন্দ কি তাই জানিনা কেমন

করে বল্‌বো ভাল আছি, এক্ষণে অনেক অনুসন্ধান করে তোমার নিকট এসেছি ; এই পত্র খানির আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ পাঠ কর, আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পরি না।

(পত্র প্রদান ও প্রস্থান।)

জ্ঞানদা। (স্বগত) আমার নামে পত্র! কে দিলে! (পত্র উন্মোচন ও পাঠ) "দিদি! উভয়ের প্রাণের ঐক্য থাকলে, অকৃত্রিম প্রেমের কখনই অনৈক্য হয় না। সতীর ব্যথা সতীর হৃদয়ই স্থান পায়,, একথা কে লিখ্‌লে দেখি, (নিম্নে স্বাক্ষর দেখিয়া) "তোমার শৈশব সঙ্গিনি! সরলা ভগ্নি।,, আর না যথেষ্ট হয়েছে, এর প্রতিকার অদ্য করবোই করবো আমি জীবিত থাকতে পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট, আমাকে পদদলিত কর্ত্তেই বিবাহ করেছিলে, জগদীশ্বরি মাগো!! আর কত সহ্য করবো, অসহ্য আমার জীবন গ্রহণ কর মা, জননি! গর্ভধারিনি!! জ্ঞানদাকে জন্মের মতন বিদায়, দাও,।

জ্ঞানদার স্নেহ একেবারে বিস্মৃত হও, জ্ঞানদা অনেক সহ্য করেছে, আর সহ্য কর্‌তে পারে না, প্রতাপ! ক্রূরমতি প্রতাপ!! সতী জীবনের দর্প আজ তোকে দেখাব।

(ইত্যবসরে প্রতাপের প্রবেশ।)

প্র। [জ্ঞানদাকে দেখিয়া] কেও! প্রিয়তমে! কতক্ষণ এসেছো? [নিরুত্তর দেখিয়া] জ্ঞানদা চুপ্ করে রইলে যে, কতক্ষণ এসেছো?

জ্ঞানদা। এরূপ জিজ্ঞাস্যের কারণ? অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর কি?

প্র। সুশীলে! তোমার কথার ভাবতো কিছুই বুঝতে পাল্লেম না, এমন বিমর্ষ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? আমি সমুদ্রে অমৃত আছে জেনে সমুদ্রের সেবা করতে গেছলাম, কিন্তু গরলে পরিপূর্ণ কে জানে।

জ্ঞানদা। আমি চন্দন তরু ভ্রমে বিষ বৃক্ষ আশ্রয় করেছি, এখন বিষের জ্বালায় দগ্ধ হচ্চি, তাই

বিমর্ষ দেখ্‌ছো, আচ্ছা, তুমি আমাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে কি দুঃখিত হও ?

প্র। সে কি জ্ঞানদা ? একথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো, তোমাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে আমার হৃদয়ে যেন শত সহস্র শেল বিদ্ধ হয় ;

জ্ঞানদা। এত দিনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনাই লম্পটের মহৎ ধর্ম্ম, যাহোক্‌ না বুঝে হৃদয়ে কালসর্প পুষেছি ?

প্র। অন্তরতোষিনি ! তবে কি অন্তরে অন্তরে আর কাকেও ভাল বাস,—

জ্ঞানদা। ও কথা আমার নিকটে বলো না বায়ুর নিকটে বল, বায়ুতে বিলীন হয়ে যাক্‌ ও কথা ভাগিরথীর বক্ষে প্রকাশ কর দেশদেশান্তরে চলে যাক্‌। যার জন্য এ জীবনের আশা, তারই উপর ভালবাসা, যে আমায় দগ্ধ কচ্চে তারই জন্য দগ্ধ হচ্চি, তারই কাছে একথা প্রকাশ করে মনের খেদ লাঘব কচ্চি, নিজেই নিলর্জ্জ হচ্চি, দেখ প্রতাপ ! জ্ঞানদা যদি এ অবধি

ভূলেও কারও রূপ রাশি অন্তরে অঙ্কিত কর্ত্তো তাহলে এত কাঁদ্‌তো না, জ্ঞানদা কেবল প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিই হৃদয়ে স্থাপন করে অহর্নিশি চক্ষের জলে ভাস্‌ছে।

প্র। প্রিয়সি! প্রতাপ যদি এ পর্য্যন্ত কোন অপরাধ করে থাকে, তোমার চরণে ধরে মিনতি কচ্চে, অপরাধ মার্জ্জনা কর, আজ জানলেম, তুমি আমাকে আন্তরিক ভালবাস এস, আমার হৃদয়-রত্ন হৃদয়ে অধিবেশন কর, আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপত্নী হও।

জ্ঞানদা। ইচ্ছা করে, কে কোথায় নির্ব্বোধ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয় তোমার ভালবাসা তোমার হৃদয়েই থাকুক, জ্ঞানদা প্রতারকের ভালবাসার অর্দ্ধ-ভাগিনী হতে চায় না।

প্র। সতি! আমি প্রতারক সত্য, কিন্তু তোমার নিকট কি প্রতারণা করেছি, মানিনি! অভি-মান ত্যাগ কর, সহাস্যবদনে আমার অঙ্কলক্ষ্মী

আমার অঙ্কে বস, আমার অন্তর প্রফুল্ল কর, প্রতাপের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। তোমার নিকট প্রতাপের অদেয় কি আছে?

জ্ঞানদা। প্রতারকের ধন, প্রতারকের দান, জ্ঞানদা গ্রহণ করেনা। দেখ, আরও কিছু দিন তোমার পরীক্ষার অপেক্ষায় রহিলাম, অবশেষে ভাগিরথী সলিলে জীবন বিসর্জ্জন দোবো।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্র। সুন্দরি! কোথা যাও দাঁড়াও, তুমি প্রাণ-ত্যাগ কল্লে প্রতাপের ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন। তোমার প্রেমে আমি ঐশ্বর্য্য, বিভব সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে, উন্মত্ত প্রায় হয়েছি, আমার মনে সদত এই আন্দোলন হচ্চে যে, একে একে সমস্ত শত্রু নিপাত করে, তোমাকে এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী করে, সুখে সংসারী হয়ে বাস কর্ব্বো, কিন্তু বল্‌বো কি প্রিয়ে! তুমি সে আশায় নৈরাশ করেছো।

জ্ঞানদা। প্রতাপ! মাধবীসুখী হবে বল্লেই, সহ-

কারের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সহকার যদি বিষবৃক্ষের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহলে মাধবীর সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিতে হয়।

প্র। বরাননে! আমি তোমার চরণ ধরে বল্‌চি, ভ্রমেও যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জ্জনা কর, আমি ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করে বল্‌ছি, যদি তুমি আমার প্রতি সদয় হও, একবার সেই প্রেমপূর্ণ নয়নে চাও, তাহলে তুমি যা চাইবে, তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

জ্ঞানদা। তুমিও পবিত্র সলিল স্পর্শ করে কেন বৃথা অপরিসীম মহিমার কলঙ্ক রোপণ কর্‌বে।

প্র। অভিমানিনি! তোমার এ অভিমান কত দিন্‌ থাক্‌বে,—

জ্ঞানদা। আমি শৈশবাবধি অভিমানিনি ও আদ-রাণী, আমার এ অভিমান আজন্ম থাক্‌বে, বরঞ্চ হিংসকের প্রণয়ে দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা।

প্র। চন্দ্রাননে! বুঝেছি, আমি হিংসক বলে তোমার এত অভিমান, কি কর্‌বো আমার হৃদয়ের বেগ আমি নিজেই রোধ কর্ত্তে অসমর্থ, নন্দকুমার জীবিত থাক্‌তে কখনই সুস্থির হ'বো না; অদ্যই এর বিহিত কর্‌বো।

জ্ঞানদা। তোমার দুটী করে ধরে, মিনতি করছি, আমার এই উপরোধ রক্ষাকর, তাহলে তোমার নিকট চির ক্রেতাদাসী হয়ে থাক্‌বো।

প্র। আদরিনি! এত অনুনয় বিনয় কেন, তোমার নিকট আমার অদেয় কি আছে! শীঘ্র বল কি কর্ত্তে হবে।

জ্ঞানদা। নন্দকুমার, তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধী যে, নন্দকুমারের উপর এত অত্যাচার কচ্চ, আমার উপরোধ, নন্দকুমারের উপর সদয় হও।

প্র। চারুহাসিনি! এ উপরোধ ব্যতীত, অন্য কোন বল, এ উপরোধ রক্ষা হবে না, নন্দকুমা-

রের জীবন গ্রহণ করাই এ জীবনের দৃঢ় সঙ্কল্প।

জ্ঞানদা। ঐ সঙ্গে আমারও জীবন গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প কর, তাহলে আমি জন্মের মতন জুড়াই প্রতাপ! তোমার অদৃষ্টে পরিণামে অনেক কষ্ট আছে।

(গমনোদ্যত)

প্র। প্রিয়ে! দাঁড়াও দাঁড়াও কোথায় যাও, আমার হৃদয়ের ধন, হৃদয়ে বিরাজ কর।

জ্ঞানদা। মনি, আদরের বস্তু বটে, কিন্তু সর্পের মস্তক হতে গ্রহণ কর্ত্তে সাহস হয় না। আর দেখ চন্দ্রিকার ও চন্দ্রে যত প্রভেদ জ্যোতির্ম্ময় ও জ্যোতিরঙ্গণে। যত প্রভেদ শৈলে ও সৈকতে যত প্রভেদ তোমায় আমায় এখন তদ্রূপ প্রভেদ।

(প্রস্থান)

(প্রতাপ তৎপশ্চাৎ গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভাগিরথীর ঘাট।

তরুমূলে নন্দকুমার আসীন।

নন্দ। তরু হে! তুমিই ধন্য, নন্দকুমারের এ জগতে তুমিই একমাত্র সহায়; তুমিই নন্দকুমা-রের অনন্য সুহৃদ! অংশুমালি! তুমিই কি আজ নন্দকুমারের ব্যথায় ব্যথী হয়ে করুণা প্রকাশ কচ্চ, অপর দিবস অপেক্ষা আজ তোমার কিরণ অপেক্ষাকৃত শীতল বলে বোধ হচ্চে কেন? বরঞ্চ কিরণ প্রখর করে, অভাগার এ দগ্ধ প্রাণকে একেবারে ভস্মীভূত করে দাও, সরলা ভিন্ন নন্দকুমার এ জগতে আর কিছুই প্রার্থনা করে, না, প্রতাপের বক্ষের রক্ত ভিন্ন নন্দকুমারের আর কিছুই প্রয়াস নাই। সমীরণ! তুমিও মৃদু, মধুর সঞ্চালনে নন্দকুমা-রের ব্যথিত অন্তর প্রফুল্ল কত্তে চাও কেন বৃথা পরিহাস, কর, অভাগার এ হৃদয় এ জন্মে

প্রফুল্ল হবার নয়; বরঞ্চ প্রতাপের হৃদয় এখন সদত আমোদে নৃত্য কচ্চে; সরলাকে হৃদয়ে বসাবার জন্য কত যত্ন কচ্চে, কত প্রয়াস পাচ্চে প্রতাপের নিকট ওরূপ মন্দ মন্দ বহনে ফুল্ল প্রাণকে আরও প্রফুল্ল কর। সরলে! তুমি যে আমার লজ্জাবতী লতা, এখন অসহায় হয়ে কি কচ্ছ, আমি যদি ক্ষণকাল পিতার শোকে দুঃখ করতেম, তুমি আমাকে তোমার নিজের অঞ্চল দিয়ে চক্ষের জল মুছিয়ে কত মিষ্ট বচনে সান্তনা কর্ত্তে, আজ যে তোমার শোকে আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চি, একবার দেখলেও না, একবার সে বিধুবদনে মধুর বচনে শান্ত্বনা কল্লে না, ও সরলে! সরলে!! প্রাণের সরলে!!! তুমি এখন কোথায়?— (কিয়ৎ-ক্ষণ পরে) হায়! এক সময়ে ভাগিরথীর শীতল বির্মল সলিলে আমার সর্ব্ব শরীর শীতল হতো, আজ সেই পবিত্র সলিল, আমার এখন উষ্ণ বলে বোধ হচ্ছে। যে মধুর কল কল-

ধ্বনিতে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হতো, আজ সেই মধুর ধ্বনি আমার কর্কশ বলে বোধ হচ্চে, মাত! ভাগিরথী! অভাগাকে চরণে স্থান দাও মা, আর সহ্য হয় না, পিতঃ তোমার স্নেহের নন্দকুমারের কি দুর্দ্দশা হয়েছে একবার দেখে যান, যে সন্তান গৃহের বাহি হলে মাতৃও তাপে অসুখী হবে বলে তুমি কতবার নিষেধ কর্ত্তে, আজ সেই নন্দকুমার তরুমূলে উপবিষ্ঠ রয়েছে, ও! আর সহ্য হয় না হৃদয় বিদীর্ণ হও।

গুপ্তভাবে পুলিষের পেয়াদার প্রবেশ।

পেয়াদা। মহাশয়! আপনার নামই কি রাজা নন্দকুমার ?

নন্দ। (সবিস্ময়ে) আপনি কে!

পিয়াদা। আগে আমার কথার উত্তর দিন, শেষে পরিচয় পাবেন?

নন্দ। আমার নাম নরাধম নন্দকুমার, আমি

এখন ভিখারি, পথের ভিখারী; আপনারা আমাকে ভিখারী নন্দকুমার বল্‌বেন।

পিয়াদা। আপনার নামে পরোয়ানা আছে।

নন্দ। (সবিস্ময়ে) আমার নামে! পরোয়ানা!! আমার আবার পরোয়ানা কিসের? নিষ্পারোয়া ব্যক্তির পরোয়ানা, ও বিধাত! এখনও আপনার প্রহেলিকা বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পিয়াদা। এখন আপনাকে পুলিষে যেতে হবে?

নন্দ। তাতে ক্ষতি কি? নন্দকুমার ইংরাজদের হিতৈষী, ইংরাজদের শুভ ভিন্ন অশুভ কামনা কখনই করেনা, আমি সমস্ত জগৎকে বক্ষ বিদীর্ণ করে, দেখাতে পারি যে, নন্দকুমারের অন্তরে দেশ হিতৈষী দেদীপ্যমান রয়েছে, নন্দকুমার জ্ঞানে কখন কাহারও অমঙ্গল কামনা করেনা, তবে বিনা দোষে কেন বন্দী হব। ইংরাজগণ! তোমরা ন্যায় পরায়ণ বলে আত্মগর্ব্ব করে থাক, এই কি তোমাদের ন্যায়পরতা? তোমরা পরোপকারী বলে জনসমাজে

পরিচয় দাও, এই কি সেই পরোপকারিতার পরিচয়! তোমরা কৃতজ্ঞ বলে মনে মনে অহঙ্কার করে থাক, এই কি সেই কৃতজ্ঞতার প্রমাণ, তোমরা না সুবিবেচক! তোমরা না অপক্ষপাতী এতদিনে জান্‌লেম সে সকলই মিথ্যা, মিথ্যা অভিযোগে নন্দকুমার দোষী হয়ে পুলিষে চল্লো।

পিয়াদা। বৃথা সময় নষ্ট কর্‌বেন না, আসুন, আমার কর্ত্তব্য আমি সাধন করি, আমার দোষ কি?

নন্দ। তোমার দোষ নাই, কারও দোষ নাই, সকলই এ অভাগার দুরাদৃষ্টের দোষ—ও! বসুধা!! দ্বিধা হও, আর সহ্য হয়না; পিতঃ! একবার দেখে যান্, নন্দকুমার বিনা দোষে বন্দী হলো, সরলে! পতিব্রতা সরলে!! তুমি জান্‌তে পাচ্চ না; এখানে তোমার পতি নন্দকুমারের কি দুর্দ্দশা হচ্চে. নন্দকুমার অধর্ম্মের

প্রতাপে কারাবাসী হলো, প্রিয়ে! কোথায় রইলে!

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নন্দকুমারের শয়নাগার।

(নন্দকুমার নিদ্রিত, পার্শ্বে সরলা উপবিষ্টা।)

সরলা। বিধাতঃ! এই কি তোমার সুক্ষ্ম বিচার এই কি তোমার সদ্বিবেচনা? পতিব্রতা সতীর পতিই একমাত্র অমুল্য নিধি, কিন্তু তুমি অনায়াসে সতীকে বঞ্চিত করে, সে নিধি হরণ কর, এতে কি তোমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মমতার উদয় হয় না? তোমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? আহা! যে সতী, পতি সুখে বঞ্চিত হ'য়ে জীবন ধারণ করে সে জীবনে যে কত কষ্ট, আর কি দুঃখে যে, সে জীবনের দিবা অবসান ও রাত্রি প্রভাত হয়, তা সতী হৃদয়

ভিন্ন অপরে কে জানবে ? (নন্দকুমারের বদন নিরীক্ষণ করত) আহা ! যে পতির চন্দ্রবদনের পলক অদর্শনে প্রলয় জ্ঞান হয়, সেই প্রেমাধার, অমৃতাকর, নিরুপম বদনশশীর অদর্শনে দিনাতিপাত করা, একথা স্মরণ কল্লে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

(এমন সময় নন্দকুমারের স্বপ্ন দর্শন)

প্রথম স্বপ্ন—কে আপনি ? অভাগা নন্দকুমারের জনক, আর আপনী এ পাষণ্ডের পিতা ব'লে জনসমাজে পরিচয় রেবেন না, তাহলে জনক নামে কলঙ্ক হবে, জগতে পিতৃ-ভক্তি লোপ পাবে। আপনি কি বল্‌চেন ? নন্দকুমার এস বাপ্, তুমি যে আমার নয়নের মণি, তোমার হেরে নয়ন সার্থক করি, এস বাপ্ ! পিতাপুত্রে উভয়ে অনন্তধামে যাই, আর এ অরাজক রাজ্যে বাস করে কায নাই, (বলিয়া নিস্তব্ধ)

সরলা। অনবরত কোন বিষয় চিন্তা কর্‌লে, নিদ্রিতাবস্থায়ও সে বিষয় হৃদয়ে আন্দোলিত হ'তে থাকে। (নন্দকুমারের পুনঃ স্বপ্ন দর্শন)

দ্বিতীয় স্বপ্ন।—পলাশি প্রাঙ্গণে নবাব সেরাজদ্দৌলার সহায়তা না করে যে ইংরাজদের সাহার্য্য করে ছিলেন, আজ ইংরাজ মহাত্মারা তার সমুচিত প্রতিশোধ দিচ্চে দেখে যান্ পিতঃ! কোথায় রইলেন। (ক্রন্দন)

সরলা। (নিদ্রাভঙ্গকরণ) ছি! একি নাথ!! অবোধ বালকের মত দিবানিশি ক্রন্দনে কি ফল, প্রবীণাবস্থায় মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্মই হচ্চে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করা, অতএব তিনি তাঁর নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত হয়েছেন, সে বিষয় বৃথা আক্ষেপ কর্‌লে কি হবে, আরও প্রধান কথা, আমরা নিতান্ত শিশু নই, আমাদেরও বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি, বিবেচনা হয়েছে; তবে, জীবনের সকল সময় সমভাবে অতিবাহিত হয়

না, কখনো বা সুখে কখনো বা দুঃখে যাপন কর্ত্তে হয়, জগতের গতিকই এই।

নন্দ। প্রিয়ে! সকলই বুঝলেম, অদৃষ্ট মন্দ হলে, বিধাতার উপর দোষারোপ করে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, কিন্তু যে রাজ্যে বাস করা যায়, সে রাজ্যের রাজা মন্দ হলে কাকে দোষ দেবো, আর কিসেই বা শান্ত্বনা পাবো।

সরলা। যদি একান্ত অসহ্য হয়ে থাকে চল, তোমাতে আমাতে অপার অপার দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াব সেও বরং ভাল, তথাপি যে দেশে সুবিচার নাই সে দেশে বাস কর্‌বো না।

নন্দ। বুদ্ধিমতি! সকলি সত্য সম্প্রতি কাল যামিনী প্রভাত হলো, সম্মুখে কাল মোকদ্দমার উপস্থিত যদি মোকদ্দমায় নিস্তার পাই, তাহলেই ভাল, নচেৎ এইপর্য্যন্ত।—

সরলা। এই পার্য্যন্ত কি নাথ?

নন্দ। এই পর্য্যন্ত তোমার বিধুবদনের মধুর শান্ত্বনা আর কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্ব্বে না, আর—

সরলা। আর-বলেই যে নিরস্ত হলেন, তার পর কি বলুন, আপনি অত অধীর হ'বেন না মা নিস্তারিণী, আমাদের নিস্তার কর্ব্বেন, যে ঘোর বিপদে একাকিনী পতিত হয়েছিলাম, নিস্তারিণী নিস্তার না কল্লে, কেমন করে সে বিপদ হতে উর্দ্ধার হতেম, সকলই তাঁর ইচ্ছা, তা না হলে সে সময় বা কোথা হতে বৈষ্ণবী দিদি লোকজন সংগ্রহ করে, আমায় রক্ষা কত্তে এল অতএব নাথ! ক্ষান্ত হন, বিধাতার মনে যা আছে তা হবে, তবে জ্ঞাতসারে নিজের কোন পাপ না থাক্‌লেই ভাল।

নন্দ। প্রিয়ে! কবে আমি প্রতারক প্রতাপের স্বাক্ষর জাল করে, কপটের ভুমি ক্রয় করেছিলাম? কবে আমি হেষ্টিংসের বিপক্ষে বিলাতের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম? এ

সকল কি সত্য? নন্দকুমার কি ঘুনাগ্রেও এসমস্ত বিষয় অবগত ছিল? ও! দুষ্ট ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই; এখনোতো চন্দ্র, সূর্য্য উদয় হচ্চে, দিবা, রাত্র পরে পরে আরম্ভ হচ্চে শেষ হচ্চে, এখনতো ভাগিরথীর সলিলে জোয়ার ভাঁটা প্রবাহিত হচ্চে, তবে কি এসকল সম্পূর্ণ মিথ্যা; সত্য প্রমাণ হবে?

সরলা। যাক্ ও সকল কথা থাক্, মিথ্যা আন্দোলনেও মহাপাপ! এখন কলিকাতার কথা বল্‌তে বল্‌তে নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল, তারপর ফ্রান্সিস্ সাহেব কি বল্লেন? তাঁর মনের ভাব কিরূপ দেখ্‌লেন?

নন্দ। সতি! এ প্রশ্ন অতি অনাবশ্যক, তুমি নিজেই আমাকে কলিকাতায় যাবার পূর্ব্বে নিষেধ করেছিলে, বলেছিলে "নাথ! যাবেন না, স্বজাতি স্বদেশী হয়ে বড় উপকার কল্লে, তায় আবার বিজাতি বিদেশী হতে উপকার প্রাপ্ত হবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র"

তবে আমি কেবল এই আশায় গিয়েছিলেম শুনেছিলাম ইংরাজ কৃতজ্ঞ, ফ্রান্সিস পিতার নিকট পূর্ব্বে অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়েছেন, এখন যদি সেই উপকার স্মরণ করে, আমার এই অসময়ে কিঞ্চিৎ সহয়তা করেন।

সরলা। এখন ফ্রান্সিস সাহেব কি বল্লেন ?

নন্দ। তা বেশ, বল্লেন, কে তোমার পিতা ? তোমার পিতা আমার উপকার করেছেন ? তাঁর সহিত আমার বিশেষ আলাপ ছিল ? এই কথা শুনে আমি পিতার নাম করাতে, বল্লেন ;—হরকুমার ! হরকুমার ! ! নাম মাত্র শুনেছি, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ছিল না।

সরলা। ও কি অকৃতজ্ঞ ! মিথ্যাবাদী ! ! আমার জ্ঞান ছিল, বাঙ্গালীরাই অধিক পরদ্বেষী, হিংসক, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, ইংরাজও ততোধিক ; সকলই দুঃসময়ের ফল, যাক্ এখন কারোর সহায়তা করতে হবে না, দেবীর

চরণ শরণ করে মোকদ্দমায় যান, অবশ্য মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল কর্‌বেন।

নন্দ। প্রিয়ে! এবার নিস্তার পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়,—অনেক বড় বড় ইংরাজ একত্র হয়ে, প্রতাপকে দিয়ে আমার নামে এই মিথ্যা অভিযোগ করেছে। আবার আজ কাল শুন্‌ছি, পাষণ্ডের প্রকৃত নাম প্রতাপ নয়।

সরলা। অপর নাম আবার কি?

নন্দ। তা বল্‌তে পারি না, কাপুরুষেই নাম বিভিন্ন করে থাকে, কিন্তু জাল, অপবাদ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে নূতন আইন অনুসারে আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হবে।

সরলা। প্রাণ দণ্ডের কি নূতন আইন আছে? তা থাক্, বা না থাক্ এরূপ কুচিন্তা কর্‌বেন না; অনবরত ও সকল বিষয় আন্দোলন কর্‌বেন না, বিধাতার মনে যা আছে তা হবেই হবে,—এখন বেলা হয়েছে আসুন যাওয়া যাক্ দেবীর চরণ সেবা করা যাক্‌গে।

নন্দ। ও হো বিধি! এই কি তোমার বিধি,
এই কি তোমার মনে ভাবিতেছ হৃদি
এই তবে এই তবে আনিয়া ইংরাজে,
অপার সাগর পারে আছিল যেজন,
সাধ করে আনাইয়া তারে,
বসালে সোনার ঠাটে, সোনার ভারতে,—
ছড়াইলে কাল ফণী ফুলমালা ভ্রমে,
ভেবেছিলে মনে মনোহর সুবাসিত—
সে মালার বাসে প্রফুল্লিত উল্লাসিত,
করিবে অন্তর কিন্তু হায়! দেখ আসি এবে
দংশীলে সে কাল ফণী বিনা দোষে ভেবে;—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সদাচারী গোস্বামীর পর্ণ কুটীর।

হরি হরি বৈষ্ণবী ও হরকুমার আসীন।

হরি। আপনার এ ভাবও এ বেশ কত দিন ?

হর। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েছে।

হরি। আপনার কি বাসগৃহ নাই ?

হর। পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, কিন্তু আমার নাই।

হরি। কি জন্যে হস্তান্তরিত হয়েছে।

হর। স্বেচ্ছায়,—ত্যাগ, স্বীকারে।

হরি। আপাততঃ কি কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম কুটীর নাই ?

হর। স্থানে স্থানে ভ্রমনই যখন একমাত্র দৈনিক কর্ম্ম, তরুতলই যখন আশ্রম স্থল তখন কুটীরের আবশ্যক।

হরি। রাত্রি হ'লে থাকেন কোথায় !

হর। রাত্রি হয় যথায়।

হরি। আপনারা জাতিতে কি ?

হর। যে জাতি সর্ব্বপূজ্য, এ ব্রতে যে জাতির অধিক অধিকার আছে, সেই ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম।

হরি। একথা আপনি বল্লেন কেন? বৈরাগ্য-ধর্ম্মে কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি অপর জাতি সকলেরই সমান অধিকার, অধিক বা অনধিক নাই।

হর। স্থূল কথা, ব্রাহ্মণের সকল কর্ম্মে অধিক অধিকার।

হরি। যাহোক, আপনার জন্মভূমি কোথায়!

হর। এই বঙ্গদেশেরই মধ্যে।

হরি। ব্রাহ্মণ! বোধ হচ্চে, আপনার সকল কথা-রই কোন গোপনীয় গূঢ়ভাব আছে, এর কারণ কি?

হর। মানবের স্বভাবই গোপন, ধর্ম্ম ও গূঢ়. তবে আপনার এরূপ বিবেচনার বিচিত্র কি?

হরি! আপনার কি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেহই জীবিত নাই?

হর। (বাষ্পাকুললোচনে) পিতা, মাতা, স্ত্রী

অনেক দিন মানবলীলা সম্বরণ করেছেন, আর আর যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার বটে, আমি তাঁদের নই, দ্বাদশ বৎসর তাঁদের বাক্যালাপ সহবাস ও দর্শন সুখে বঞ্চিত হয়েছি।

হরি। জীবিত কায়ার মায়া ত্যাগ করা, সামান্য মানব জীবনের অসাধ্য, বিশেষতঃ পুত্র, পুত্রবধূ, কিম্বা পৌত্র, এরা জীবনের ধন, জীবন বহির্গত না হ'লে এদের স্নেহ অন্তর্হিত হবার নয়।

হর। (স্বগত) একথা সম্পূর্ণ সত্য, নন্দকুমার! সন্তান নন্দকুমার! না জানি তুমি কি ঘোর বিপদে পতিত হয়েছ, নচেৎ আমার অন্তর কিছুতেই সুস্থির হচ্চে না কেন।

হরি। বৈরাগী! নীরবে রইলে যে?

হর। আপনার কথার এক একটা অক্ষর আমার অন্তরে শত শত বার প্রতিঘাত কচ্চে, আমার অন্তর ততই কাতর হচ্চে।

হরি। তবে কি আপনার সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের কেহ জীবিত আছে?

হর। সবেমাত্র একটী পুত্র লইয়া সংসারে বাস করিতাম্, নিজের দোষে এই দ্বাদশ বৎসর সে বাস নাশ হয়েছে (অৰ্দ্ধ ক্রন্দন)

হরি। জ্ঞানি! সন্তান সন্ততি জীবিত থাক্‌তে এ ধৰ্ম্ম অবলম্বন করা এ ব্রতে ব্রতী হওয়া যুক্তি সঙ্গত হয় নাই, কারণ স্নেহ মায়া, শোক, মোহ এ সকল পরিত্যাগ করাই এ বিরাগ ধর্ম্মের প্রথম উদ্দেশ্য, অতএব পুত্র, পৌত্র, যখন বর্ত্তমান, তখন স্নেহ, মায়া, শোক, মোহ এ সকলেও জড়িত, সুতরাং আপনার এ পথ আশ্রয় করা, বিবেচকের ন্যায় কৰ্ম্ম হয় নাই।

হর। পূৰ্ব্বে ভেবে ছিলাম, জ্ঞানী, কৃতীসন্তানের সুখ দুঃখের ভার, পিতার অন্তর হতে একেবারেই অপসৃত হয়, না হয় করবো ; কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি সেটী আমার মহৎ ভ্রম, বাৎসল্য স্নেহ কোন প্রকারেই ত্যাগ করা যায় না এ স্নেহ আজীবন অপরিত্যজ্য ; আরও সকল কার্য্যে, বিশেষতঃ শুভকার্য্যে হিতাহিত

বিবেচনাপেক্ষায়, বিলম্ব করা বিধেয় নহে। শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র সমাধা করা যায় ততই শুভ।

হরি। এটাও আপনার মহৎ ভ্রম, পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র এই সকল যাজ্জ্বল্যমান সংসার পরিত্যাগ করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কর্ম্ম করা হ'য়েছে। এ জগতে পুত্র, কলত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে সংসারলীলা সমাধা পূর্ব্বক, মানবলীলা সম্বরণ কল্লে, সম্পূর্ণ না হয়, কথঞ্চিৎ মোক্ষ ধামের ফল প্রাপ্ত, হওয়া যায়, এ জ্ঞান যেন সকলের স্মৃতিতে ধ্রুববিশ্বাস থাকে, আমারও গুরু দত্ত এই শিক্ষা, অন্তরে বদ্ধমূল আছে।

(নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে প্রভু এই দিকেই আস্‌চেন।

(সদাচারী গোস্বামীর প্রবেশ)

সদা। হরি হরি? হরিকে?

হরি। আগন্তুক?

সদা। সেবা করা হয়েছে?

হরি। সাধ্যানুসারে ত্রুটী হয় নাই।

সদা। [আগন্তুকের প্রতি] মহাশয় ব্রাহ্মন ?

হরি। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সদা। নমস্কার [তথাকরণ]

হর। নমস্কার [তথাকরণ]

সদা। কতদূর যাওয়া হবে ?

হর। তার কোন স্থিরতা নাই, ইতস্ততঃ ভ্রমণই আমার এই শেষ জীবনের মহৎ সঙ্কল্প। নিকটে আপনার আশ্রম শুনে বিশ্রামের আশায় আসা হয়েছে।

সদা। মনোমত বিশ্রাম লাভ করেছেন ?

হর। যথেষ্ট শান্তিলাভ হ'য়েছে, বিশেষতঃ আপনার সেবাদাসীর আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিতে যৎপরোনাস্তি পরমাপ্যায়িত হয়েছি, কিন্তু প্রভো! আমার হৃদয়ের শান্তি কিছুতেই হৃদয়ের স্থিতি হচ্চে না, অন্তর সদাই কাতর সদাই আকুল, অন্তরে অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় শোকের উদয় হচ্চে, হৃদয় অনবরত হু! হু!!

কচ্চে, কিছুতেই সুস্থির হচ্চে না, এর কারণ কি প্রভু? আপনি না রক্ষা কল্লে, এ অধমের আর কিছুতেই রক্ষা নাই।

সদা। স্থির হও, উতলা হয়ো না, এ ব্রতের এ পদ্ধতি নয়, এ ধর্ম্মের এ মর্ম্ম নয়, আগে আপনার দুঃখের কারণ সমস্ত আয়ত্ত করি, পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির বিবেচনা করবো।

হরি। ঠাকুর! উনি পুত্র পুত্রবধু, পৌত্র সমস্ত বর্ত্তমানে, এই মনন করেছেন।

সদা। ও! আর বল্‌তে হবে না, সমস্ত বুঝেছি আপনি সংসারের মায়া, মমতা পরিত্যাগ না করে এ ব্রতে ব্রতী হলেন কেন?

হর। স্বামিন্! এ অধমের অজ্ঞান কৃত গতির কি নিস্কৃতি নাই?

সদা। নিষ্কৃতির উপায় আর কিছুই দেখি নাই, পুনরায় সংসারে নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর, এ জগতে তাতেই তোমার সুখ;

তাতেই তোমার শান্তি, তাতেই তোমার স্বর্গ প্রাপ্ত হবে।

হর। প্রভুর আজ্ঞা, শিরোধার্য্য, কিন্তু দেব! হৃদয়ের শোকাবেগ কি সে রোধ হবে?

সদা। সংসারের মোহিনী মায়ায়, সমস্ত দূর হবে, তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। সম্প্রতি আমার একটী পরম ভক্ত, প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েছে, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি- সন্তান সন্ততি সমস্ত পরিত্যাগ করে, বানপ্রস্থাবলম্বনে কৃত সঙ্কল্প হ'য়ে দেশত্যাগী হয়েছেন, এখানে তাঁর পুত্রের ভাগ্যে গ্রহ বিপক্ষ হওয়াতে, কালের কুটিল চক্রে, অত ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়ে অপমানের এক শেষ হ'য়ে আপাততঃ প্রাণ হানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ স্থলে পিতার ধর্ম্ম সঞ্চয় করা দূরে থাক্, পুত্রের বিপদ কালীন মনোবেদনায় পিতার মর্ম্মভেদ হবে, বরং অধর্ম্ম হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

হর। মর্ম্মভেদ হওয়া সামান্য, আজ কয়দিন অবধি

আমার প্রাণ বহির্গত হয়েও হচ্চে না, কি জানি অদৃষ্টে এখন ও কি আছে? ভগবান্ যেন পরের ভালই করেন; এরূপ সর্ব্বনাশ করা হলো প্রভু? জগদীশ্বর! হরি হে। জীবের কষ্ট দেবে দাও, প্রাণে মেরোনা প্রভু।

সদা। আমি তাঁর অদৃষ্ট গণনা করে দেখেছি, জীবন নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা বটে এবং গ্রহও তদ্রূপ বিপক্ষ।

হর। নরোত্তম! সে গ্রহের কি কিছুতেই শান্তি হয় না, গ্রহ শান্তি করে তাঁর জীবন দান করুননা।

সদা। আমি, শান্তির চেষ্টা করিতে কষ্ট বোধ করি নাই, তবে গ্রহ দারুণ বিপক্ষ, কিছুমাত্র সাপক্ষ নয়।

হর। আহা! তাঁর পিতা এখন কিছুই জান্‌তে পাচ্চেন না যে, তাঁর সম্মুখে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ওহো! হরি! তোমার লীলা বোঝা

ভার, ঠাকুর যাঁর এই সর্ব্বনাশ, জীবন নাশ হবার সম্ভাবনা, তাঁর পুত্র, কন্যা কেহ আছে ?

সদা। অপর কেহ নয়,—আমারই ভক্তের তনয় সুতানটীতে নিবাস, এক জন সভ্রান্ত বিষয়াপন্ন লোক, নাম নন্দকুমার, পিতার নাম হরকুমার, তাঁরই এই—

হর। ও! ভগবন্ !! কি কল্লে, কি হলো, আমারই কপাল ভাঙ্‌লো, আমারই ভবতরী ডুব্‌লো (পতন ও মূর্চ্ছা)

সদা। একি! সর্ব্বনাশ!! হরি হরি, বারি আনয়ন করে, শীঘ্র চেতনা প্রদান কর।

(হরি হরি তথা করণ)

হর। (চেতনা পাইয়া) গুরুদেব! আমিই আপনার সেই হতভাগ্য হরকুমার, এত দিনে আমারই কুলের প্রদীপ নির্ব্বাণ হলো। প্রভু! কি হলো, কি সর্ব্বনাশ হলো, রক্ষা করুন, আপনার শ্রীচরণে স্থান দিন, একবার কৃপা দৃষ্টি করুন, আপনি ভিন্ন এ অধমের আর কে আছে

পূর্ব্বাবধি আপনার শ্রীচরণ সেবা করে আস্‌ছি, অদ্যাবধি ঐ শ্রীচরণ প্রধান ভরসা।

(চরণ ধরিয়া ক্রন্দন)

সদা। কেও হরকুমার! তুমিই কি আমার সেই ভক্তবর হরকুমার? তুমিই কি আমার সেই স্নেহের শিষ্য হরকুমার! তুমিই কি আমার সেই পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম হরকুমার? তুমিই কি আমার সেই আন্তরিক সুহৃদ হরকুমার? তুমিই কি আমার সেই একান্ত বাধ্যপাত্র হরকুমার? তুমিই কি আমার সেই জ্ঞানী, বিবেচক, অনুগত সেবক হরকুমার! তুমিই কি নন্দকুমারের জন্মদাতা হরকুমার? তুমিই কি সেই হরকুমার? যে হরকুমার এতদিন নন্দকুমারকে বক্ষে বক্ষে রক্ষা করে ছিল, যে হরকুমার এতদিন নন্দকুমারকে জ্ঞান, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল আশা ভরসা সমস্ত পর্য্যায় ক্রমে সুপ্রণালীতে প্রদান করে ছিল, যে হরকুমারের লালন পালনে নন্দকুমারের শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে পদা-

র্পণ করেছে, যে হরকুমারের আন্তরিক যত্নে নন্দকুমার আজ স্ত্রী, পুত্র ল'য়ে সাংসারিক হয়ে রয়েছে, তুমিই কি সেই হরকুমার? তুমিই কি সেই হরকুমার? তুমিই কি, বানপ্রস্থাবলম্বনের পূর্ব্বে নন্দকুমারকে আমার হস্তে সমর্পণ করে গিয়েছিলে। তুমিই কি এই কথা বলে গিয়েছিলে " যে গুরুদেব! আমার নন্দকুমার আপনার নিকটে রহিল„বৎস! আক্ষেপের বা বিলাপের সময় এ নয়—এখন ধৈর্য্য সম্পাদন কর, ক্রমে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত করাব।

হর। নন্দকুমার এখন কোথায়? নন্দকুমার জীবিত আছেতো, না আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত এ প্রবোধ দিচ্চেন।

সদা। নন্দকুমার এখনও জীবিত আছে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, প্রতাপের দুরভিসন্ধিতে ও দৃঢ়ষড়যন্ত্রেই নন্দকুমারের যৎপরোনাস্তি অপমান ও দুরাবস্থা হয়েছে।

হর। প্রতাপ কে?

সদা। সম্প্রতি বর্ণিক, পূর্ব্বে তোমারই অন্নে প্রতিপালিত।

হর। ও! সেই প্রতাপ! জেনেছি, হায় কাল! তোমারও কি শেষে এইরূপ গতি হলো, যাহা হউক, এক্ষণে নন্দকুমার কিরূপে আছে।

সদা। আপাততঃ, প্রতাপ এক মিথ্যা জাল অভি-যোগে নন্দকুমারের নামে মোকর্দ্দামা আনিয়া, অনেক বড় বড় ইংরাজদের সাহার্য্যে তাহা সত্য প্রমাণ হওয়ায় নন্দকুমারের——

হর। (গোস্বামীর চরণ ধরিয়া) দেব! আর গোপন কর্‌বেন না আর আমার জীবনের কাত-রতা বৃদ্ধি করবেন না, কি বলুন কারাবাস দণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে?

সদা। (স্বগত) আমি গোপন কল্লে কি হবে, গ্রামে রাষ্ট্র হয়েগেছে।

হর। নিরুত্তর হলেন যে? কি শীঘ্র বলুন, আর আমি স্থির হতে পাচ্চি না।

সদা। কারাবাস দণ্ড নয়, নূতন আইনানুসারে

নন্দকুমারের ফাঁসির অনুমতি হইয়াছে, অদ্য সেই কাল দিন্।—

হর। হা বৎস নন্দকুমার। কি শুন্‌লেম বাপ্‌রে তুমি যে আমার নয়ন তারা. তুমি যে আমার অন্ধের যষ্টি, তুমি যে আমার বৃদ্ধ বয়সের নড়ী তুমি এ অভাগার দুর্ব্বলের বল, তুমি যে এ অসহায়ের সহায়, তুমি যে আমার কণ্ঠ রত্ন তুমি যে তোমার গর্ভধারিনীর একমাত্র অঙ্করত্ন তুমি যে আমার বংশধর, তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ আশ, এসর্ব্বনাশ কে কল্লে? কার তুমি অনিষ্ট করেছিলে? কার তুমি কোপে পড়িলে তুমিত আমার সে সন্তান নও যে ভ্রমেও কারোর অপরাধ কর্‌বে, তবে কে তোমায় বিনাদোষে অপরাধী কল্লে? কে এ মহাপাতকের ভাগী হলো, কে এমন নির্দ্দয় নৃশংস ব্যাভারে প্রবৃত্ত হলো? তার কি অন্তরে কণা মাত্র দয়ার সঞ্চার হলো না, তবে কি পরলোকের বিচার স্মৃত পথে এলোনা, ওহো! কি হলো!! কি হলো!!!

কি সর্ব্বনাশ হলো দেব!——এ সর্ব্বনাশ, কে কল্লে গোস্বামী।

সদা। নৃশংস নরপিশাচ প্রতাপের ষড়যন্ত্রেই এই মন্ত্র সিদ্ধ হ'য়েছে, বৃথা বিলাপের বা আক্ষেপের সময় নয়, এখন যতই ও বিষয় আন্দোলন কর্‌বে ততই হৃদয়ের শোকাবেগ আরও উদ্বালিত হ'তে থাক্‌বে।

হর। গুরুবর! চলুন প্রতাপের নিকট গিয়ে বলি তার হাতে ধরে বলি, তার চরণে ধরে বিনয় করে বলি এ মন্ত্রণা তোমায় কে দিলে প্রতাপ; এ পাপ মন্ত্রণা অন্তর হতে দূরীভূত করো নন্দকুমার আমারা, তোমার নিকট কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী যে, তার উপর এরূপ নিদারুণ বাধ সাধিলে, আর যদি ও সে নির্ব্বোধ বালকের মত অজ্ঞান কৃত কোন অপরাধ করে থাকে আমি তার বৃদ্ধ পিতা আমি তোমায় বল্‌ছি প্রতাপ, আমার উপরোধে তুমি তাকে

মার্জ্জনা করো নচেৎ এ অভাগার পাপ জীবন উপহার গ্রহণ করো।

নন্দকুমার! নন্দকুমার!! আমায় রেখে কোথায় যাও

(বেগে প্রস্থান)

সদা। হরি হরি! কোথা যায় দেখ।

(উভয়ে তৎপশ্চাৎ প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

দুই জন পথিকের প্রবেশ।

১ম পথিক। বাপরে! বেটা, নামে প্রতাপ—
কাযেও দেখায় প্রতাপ;
বাপের বেটা, না মানে হাঁপ্‌দাব,
কেম্পানিরও একটু নাইকো দাব্।

২য় পথিক। (মুখ বিকৃত করত) তুই জানিসনি
চুপ করে থাক্
একালীন বাঁদরে দেশটা এবার কল্লেখাক্,

খোজ খপর কিছু রাখিস্‌নি,
গোঁজাদিয়ে সাটে কথা সারিস্‌নি ;
১ম পথিক। কি জানি বাবা ! অতসত জানিনা,
ভাত খাই, কাঁসি বাজাই,
রগড়ের ধার ধারিনি।
২য় পথিক। (মৃদুস্বরে) কাকেও বলিসনি,
বল্লে জেন্ত থাক্‌বিনি ;
কোম্প্যানির সঙ্গে ওর আছে সড়
নইলে এত করে ধড় ! ফড় !!
১ম পথিক্। কে জানে ভাই এত কথা।
নিজে জানি না নিজের কথা।
২য় পথিক। তবে বলি শোন্‌—
অন্য কোথাও দিসনে মোন্।
১ম পথিক। (সহাস্যে) একি পীরিতের কথা ভাই !
আপন মন তবে সাম্‌লাই—
২য় পথিক। তোর সকল কথায় ন্যাক্‌রা,
কাযের কথায় আন্‌লি মস্করা।
১ম পথিক। আহা বালাই পথহাঁটছি যেন মড়াপোরা,

মুখচালাই যদি সরা সরা পাই রস্করা।

২য় পথিক তবে আর বল্বোনা, যাবিতো চল্।

১ম, পথিক। না, না, আর কর্বোনা, বল্বল্।

২য়, পথিক। তবে বলি শোন,—

সেদিন এখন, আচম্বিতে এল হুড়মুড়।
কতক গুলো লোক ছাড়্তে লেগেছে হাঁক
বামুনদের বাড়ীতে ঢুকে,
ধাড়ী, বাচ্ছা, আচ্ছাকরে ঠুকে,
চকিতের মধ্যে করেগেল সাফ্।
বেটাতো মানুষনয়, যেন একটা প্রকাণ্ড অসুর

১ম, পথিক। অবিশ্যি, তাদেরও কিছু ছেলো কসুর,

উচিত কথা বলবো বন্ধু;
কারোর না রাখবো ভুর,
এতেকাজ নাই কাটুক আরকা টুক সুর।

২য়, পথিক। কসুর আর কি!

জামাই পেয়েছেন ঝি,
ছাবড়ে পড়লে হাতি,

বেঙেও ছুটো মারে লাতি ;
আগে পাতা পেতেছে যাদের বাড়ী।
এখন তাদের মাথায় মারুছে বাড়ী ।।
ব্যাটা বেইমান, ব্যাটা কি মানুষ
এখন মানবে কেন !
ঐ বাড়ীতেই খেয়ে মানুষ।

১ম পথিক! হায় রে! কালকলি !!
তোর মহিমা, তোরেই বলি !
তুই ঘোর কলি !!
এভারত, ঘোর পাপেতে ডোবালি।
জীবহনন পরদার,
অপহরণ অনাচার,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা, এসব ঘটনা, তুইতো
শেখালি—
তুইতো এভবে জীবে, নরক দেখালি।
(কালে) বাপকে ছেলে দেখে যেন বাগা-
নের মালি,
স্ত্রী, পুরুষের মনের মিলন, বিবি আর কুলী !

(আজকাল) কেউ গুরুর কাছে নীলুনন,
সদাই চোক্ রাঙ্গীয়ে কথা কন,
মুখে কেবল ড্যামইষ্টুপিট বুলি।
কাজেই আপনার মান, আপনি বাঁচিয়ে চলি
আচার বিচার, ঘোর অত্যাচার
জোর নাই যার, জান্ যায় তার
আহা! গরিববাছার কান্না দিবানিশি।
গরিব হলেও নির্দ্দোষী,
কোন দোষের নয়কো দোষী;
কথায় কথায় তার গলায় এবার দেবে ফাঁসী
হায় কলি! তোর খেলা দেখে
কান্না পায় আবার আসেও হাঁসী।

২য় পথিক। বকছে দেখ গল গল,
যাবি যদি চলে চল।
ফুরিয়ে গেলে কি দেখবি বল
ফাঁসীর মতন নতুন কল,
এ নাগাৎ কই আসেনি কেউ আনওনি,—
ভুভারতে কেউ শোনেওনি দেখেওনি।

১ম পথিক। যাব কি ভাই! ভয় হচ্চে যেতে?
পাছে প্রাণটা হারাই পথে পথে।
একলা মায়ের একলা ছেলে,
কেউ নাই আর মা বল্‌তে।
যাব কি কেবল মাগ ছেলে কাঁদাতে,
তায় আবার আজকাল,
বড় লাটের যে বুদ্ধি বল,—
একটু পেলেই ছুতোছল
অমনি বল্‌বে চল বেটা চল
ফাঁসী কলে বস্‌বি চল।
২য় পথিক। মিনিতস্কিরে বলে সবাই,
১ম পথিক। নন্দকুমার কি দোষ করেছিল ভাই।
২য়, পথিক। ফাঁসীতেই প্রাণটা যাবে
বিধির লিপি কে খণ্ডাবে।
১ম, পথিক। তোমার বুদ্ধি তোমাতেই রবে।
২য় পথিক। বেলা হ'লো ফুরায়ে গেলো।
শেষে গেলে, কি দেখবে!

১ম, পথিক। শীগ্‌গির করে চলে যাই তবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(অপর দিকে, উন্মাদ হরকুমারের প্রবেশ।

হর। নন্দকুমার! বাপ্‌ আমার, তুমি যে আমার হৃদয় রত্ন, এস বাপ! তোমাকে হৃদয়ে রাখি, আজ দ্বাদশ বৎসর তোমার স্নেহালিঙ্গন করি নাই, এস বাপ এস, একবার আলিঙ্গন দাও, একবার চাঁদবদনের চুম্বন দাও। তোমার মুখ চেয়েই আমি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলাম, সেই অভি-মানে, কি আমায় ত্যাগ করে যাবে? আমি যে তোমায় লয়ে এজগতে জীবিত ছিলাম, এখন আর কি লয়ে জীবিত থাকবো? ও বিধাতঃ! বানপ্রস্থ ধর্ম্মের কি এই মোক্ষ ফল, কি পাপে অকালে আমার নয়নের মণি, হৃদ-য়ের ধন নন্দকুমারকে হরণ করবে! নেবে, আমি তো দেবোনা, কেমন করে লবে লও দেখি, হৃদয় বিদীর্ণ হও, আর কেন? এখন ও

কি আশায় তোম্‌রা এদেহে অবস্থান করছো নন্দকুমার! স্নেহের কুমার! আমি তোমার পিতা, আমি বর্ত্তমানে তোমার অগ্রে স্বর্গে যাওয়া কি যুক্তি সিদ্ধ কল্লে? নির্ব্বোধ সন্তান এখনও তোমার বুদ্ধি হলনা? তুমি বয়সে যত অধিক হও না কেন? আমার নয়নে সেই বালক, বাপরে! বহুদিন তোমার ও চাঁদমুখে পিতা বাক্য শুনিনি, একবার পিতা সম্বোধন করে আমার কোলে এস, আমার হৃদয় শীতল কর, এসবাপ এস অভিমান ত্যাগ করো, পিতার উপর অভিমান কি বাপ? এস বাছা! লর্জ্জা কচ্চ, লজ্জা কিসের? পিতার কোলে পুত্রের অধিকার নাতো কার অধিকার! কৈ? কোথায় নন্দকুমার! কারে বল্‌ছি, নন্দকুমার, বাপরে এত কোরে ডাকছি একবার কাছে এস, পিতৃ বাক্য অবহেলা করোনা, আস্‌লে না? আসবে না?? তবে আমি পুনরায় বানপ্রস্থে যাব, (উর্দ্ধদৃষ্টি করতঃ) ও কিঃ! ওকি অন্যায়

বিচার! এইমাত্র দিনমণি উদয় হলেন, এর মধ্যেই কালরাহু এসে গ্রাস কল্লে! রে নির্ম্মম রাহু তোর কি হৃদয়ে মায়া মমতার লেশমাত্রও নাই তুই কি দোষে দিনমণিকে অকালে গ্রাস করলি, দেখ দেখি বিয়োগ বিধুরা নলিনীর কি অসহ্য যন্ত্রণা, নলিনী! নলিনী!! কে? ও তো নলিনী নয়, ও যে আমার স্নেহের পাত্রী! কুল-লক্ষ্মী, নন্দকুমারের প্রেমের পাত্রী সরলা, মা সরলে! তোমার এ মলিন বেশ কেন মা? এ জগতে তুমি ও কি চিরসুখে বিসর্জ্জন দিয়েছ, আমার চক্ষের সমক্ষে আর ওবেশ দেখিও না, আর, আর আমি দেখ্‌বো না দেখতে পারি না, যন্ত্রণার উপর আর যন্ত্রণা দিও না। ও কে? নন্দকুমার না? এই যে এস বাপ এস, চিরজীবি হও, বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ হবে বাবা? হরকুমারকে পিতা বলে সম্বোধন করে এমন যে আর কেউ নাই বাবা? (বিকট হাস্যে) হো! হো!! হো!! এই দিন-

মণি সগর্ব্বে কিরণ দিচ্ছেলেন, আবার ক্ষণ-মাত্রেই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এলেন, গর্ব্ব কতক্ষণ, খর্ব্ব না হয় যতক্ষণ, আমার ঘন-মেঘ-দামে সমস্ত গগন আবৃত হয়ে, অন-বরত বারি বর্ষণ হচ্চে, ও! কি সর্ব্বনাশ!! সঙ্গে সঙ্গে আবার বজ্রপাতও হচ্চে, বজ্র! দেখ, আমার নন্দকুমারের মস্তকে পতিত হয়োনা, নন্দকুমার কোন পাপের পাপী নয়, বরঞ্চ ঘোর পাপী প্রতাপের মস্তকে সবেগে পতিত হও, [সহাস্য] হা! হা!! হা!!! কেমন হয়েছে বেশ, পাপাত্মন! বিনাদোষে নন্দকুমা-রের হৃদয়ে যেমন কষ্ট দিয়েছিলে, হাতে হাতে তার সমুচিত প্রতিফল পাও, আমার অন্নে পালিত হয়ে, আমারই সর্ব্বনাশ, কেমন হয়েছে এত অধর্ম্ম, এত দর্প, কেমন দর্পহারী, দর্প-চূর্ণ করেছেন। দেখ দেখি কৃষ্ণ নারায়ণ! পাষণ্ডের কতদূর অত্যাচার, কতদূর অন্যায়, তবে বন্ধু ভাল আছ, কি মনে করে এসেছ,

তোমার হিসাব দিতে এসেছ। হিসাব আবার কেন? আমার সর্ব্বস্বধন, মুলধন খোওয়া গেছে আসে মুল্যধন মিলুগ, তবে হিসাব করবো ও কি! তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? লোকসান হয়েছে বলে, কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ কল্লেই লাভ, ক্ষতি আছে; ভাই! তজ্জন্য দুঃখ করো না, আবার আমার সমক্ষে কেঁদনা, আর কারও কানা সহ্য হয় না, কৃষ্ণনারাণ! নন্দকুমার ফেলে পালিয়েছে নন্দকুমার বাপ্‌রে! আমায় একবার দেখা দিয়ে যা, (গীত) "ক্ষেপেছেলে বাবা বলে ভুলে গেলে কি বলে।" এ আবার কে? কে তুমি? শ্বেতমুর্ত্তি! শীঘ্র বল, চলে যাও, দূরহও, আমার সম্মুখ হতে দূর হও, শ্বেতমুর্ত্তি আমার চক্ষের শূল, বাপ্‌রে! ওরা হোলেন এ দেশের রাজা ওদেরই এখন রাজত্ব [ছন্দ] "কার রাজত্ব কেবা করে অবিচারে নন্দকুমার মরে," মহামতি ক্লাইব! তোমায় মিনতি করে বল্‌ছি আমার নন্দকুমারকে কোথায় রেখেছ

এনে দাও, দেবে না ? দেবে না ? কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্‌বে না ? আমি কত উপকার করেছি পলাশির যুদ্ধে আমি তোমাদের উপকার করি নাই ? আমা হতে তোমরা উপকার পাও নাই, আমার এই উপকার কর্‌বে না, নাই কল্লে আমার কি ? জগতে তোমাকে অকৃতজ্ঞ বল্‌বে ! তবে আমার সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! হরকুমারের—(পতন, ক্ষণেক পরে উঠিয়া চীৎকার) ও আর মেরনা, মেরনা গেলুম—বড় লাগ্‌ছে, অন্তর ভেদ হচ্চে, আর না গেলুম, প্রাণ যায়, মরাকে আর মেরে কি হবে ? নবাব আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলাম, আজ তার সমুচিত প্রতিফল পাচ্চি, ওকি ! তুমিও কাঁদ্‌ছো, তুমি নবাব সেরাজদ্দৌল্লা, তোমায় কে কাঁদালে ? তোমার আর এ অবস্থা দেখ্‌তে পারি না, দেখিও না, অসহ্য—তোমার এ অবস্থা দেখ্‌লে পূর্ব্ব ভাবের স্মরণ হয়—ও নবাব সাহেব তোমাকে ও কাঁদিয়েছে, আমায়

কাঁদিয়েছে, ধনে প্রাণে কাঁদিয়েছে, এ আবার কে ? উমিচাঁদ ! তুমিও প্রতারণায় কাঁদ্‌ছো, বিদেশী তোমায় প্রতারণা করেছে, প্রতারণা কি এদের স্বভাব, কেঁদনা ভাই, কেঁদে কি কর্‌বে ; নন্দকুমার কাঁদ্‌ছে, এই যে নন্দকুমার, নন্দকুমার ! এসেছ যাই, দাঁড়াও যাই, যেওনা, যাই।

(প্রস্থান)

—::—

পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

——ঃঃ——

রোষাগার।

জ্ঞানদা, বিষপাত্র সম্মুখে রাখিয়া উপবিষ্ট।

জ্ঞানদা। (স্বগত) স্বামীভক্তিই নারীর মহৎ ধর্ম্ম, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত সে ভক্তি কেমন জান্‌লেম না, তবেতো আমি মহৎ ধর্ম্মে বঞ্চিত হলেম, তবেতো আমার নিশ্চয়ই নরকে গতি হবে, তা'হক কি কর্‌বো, তাবলে লম্পট স্বামীর ভক্তি করে জগতে পাপের আদর রেখে যেতে পারিনা, বরঞ্চ আমার আত্মহত্যায় মরণ, ভারতে সতীত্ব রক্ষণের একটী প্রধান উদাহরণ হবে। আবার আত্মহত্যায় মহাপাপ, তাও জানি, কিন্তু কি কর্‌বো কোন উপায় নাই, একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার নয়, বার বার আমি প্রতাপকে পরীক্ষা করে দেখেছি, বারবার আমায় সহিত প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা;

নিজের স্বভাব কেহ কখনই পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন না, কথায় আছে;— "জীবের স্বভাব যায়না মলে, কয়লার ময়লা যায়না ধুলে" যাহোক আর কেন? বিষ! তোমায় সময়ে বিষ বলে ঘৃণা করেছি, তজ্জন্য কিছু মনে করোনা, এখন প্রাণপণে আমার সহায়তা ক'রো, এতে তোমার সুযশ বই কুযশ হবেনা, ধিক্‌ প্রতাপ! তোমায় শত ধিক্‌! এখন বিষও আদরের পাত্র হলো, কিন্তু তুমি আমার এমনি দুচক্ষের বিষ, কখনই আদরের ভাগী হলে না, জ্ঞানদাকেও অর্দ্ধভাগিনী হতে দিলেনা, এতে জ্ঞানদার বিশেষ ক্ষতি কিছুই হবেনা, জ্ঞানদা এখন তোমার আশা পরিত্যাগ কল্লে চল্লো, বরঞ্চ তুমি এ জগতে পত্নী সুখে বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদ পেলেনা। বিষ আর কেন, বিলম্ব করে প্রাণের প্রতিজ্ঞা অটল করো, আরনা—(বলিয়া বিষ পান) সতী সাধ্বী ভগ্নিগণ! তোম্‌রা দেখ লম্পট

স্বামীকে কি রূপে শিক্ষা দিতে হয়, আজ তোমাদের সকলের নিকট জ্ঞানদা জন্মের মতন বিদায় প্রার্থনা কচ্চে, তোমরা সকলে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও। (পালঙ্কোপরি শয়ন)

(ইত্যবসরে প্রতাপের প্রবেশ।)

প্র। (জনান্তিকে) প্রতাপের অন্তরে যে দিন করুণা উদয় হবে সে দিন প্রতাপ এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হবেনা, (জ্ঞানদাকে দেখিয়া) একি প্রিয়ে! এখানে অভিমান করে বসে আছ কেন?

জ্ঞানদা। ক্রুরমতি! নিরতিশয় আশার ফল ক্ষণেক পরে দেখতে পাবে। মনে করেছিলাম, কোন কৌশলে তোমার চরিত্র সংশোধন ক'রে বিশুদ্ধ প্রেমের সুখ দেখাব, তা হলোনা, এখন দেখ, সতী নারীর কতদূর অহঙ্কার, সতীত্ব তেজের কি প্রবল প্রতাপ।

প্র। (বিষপাত্র দেখিয়া) এ পাত্র কিসের; এ যে বিষ দেখ্‌ছি,—ও! বুঝেছি, জ্ঞানদা

কি কল্লে, সর্ব্বনাশ কল্লে, প্রাণ বিসর্জ্জন করে আমাকে জ্ঞান দান কল্লে এ জ্ঞান আমার অন্তরে লৌহময় অক্ষরে চিরকাল বিরাজ কর্‌বে, আমরণ দগ্ধ করবে, ও! জ্ঞানদা, প্রাণের জ্ঞানদা! কি কল্লে।

(পতন।)

জ্ঞানদা। তোমার কপট মায়া তোমার নিকটেই থাকুক, নন্দকুমারের পত্নী হরণ কর্ত্তে কে গিয়েছিলো?—ও! গেলুম! প্রাণ যায়, সরলা ভগ্নি! তোমার পত্রের উত্তর এই, এত দিন অবসর পাই নাই বলিয়া উত্তর দিতে পারি নাই, এখন গ্রহণ কর, ভগ্নি সন্তুষ্ট হয়েছ! ও যাই, যাই, গেলুম প্রাণ যায়।

(ক্রমে অবসন্ন হওন।)

প্র। জ্ঞানদা, প্রাণেশ্বরি! তুমি যে আমার সংসারের লক্ষ্মী, সতী। তুমি আমার সংসার শ্মশান করে চলে গেলে, আর ও প্রেমপূর্ণ-নয়নে একবার চাবে না? আর তোমার বিধু-

বদনের মধুর বচন শুন্‌তে পাবো না ? প্রাণাধিকে! বহুদিনের প্রণয় একেবারে ভুলেগেলে, আমি যে বহুদিনাবধি তোমার মুখ চেয়ে জীবন ধারণ করে আছি, আজ তুমি আমার মুখ না চেয়ে আমার দশা কি হবে না ভেবে অনায়াসে ফেলে পালালে, জ্ঞানদা বাস্তবিকিই তুমি জ্ঞানদা। নন্দকুমার! তোমার মনে যেমন কষ্ট দিয়েছি আজ তার সমুচিত প্রতিফল পেলেম। জ্ঞানদা আমার এই রোগাক্রান্ত শরীরকে শোকে জর্জ্জরীভুত করে গেল।

জ্ঞানদা। সতীর—মন—বেদনা—মহাপাপ, পাপের ফল ভোগ কর।

প্র। (নেপথ্যে লক্ষ করিয়া) কে আছিস ওখানে শীঘ্র আয়। (নেপথ্যে "আজ্ঞে যাই")

প্র। ঝি! শীগ্‌গির আয় সর্ব্বনাশ হয়েছে।

(কির্ত্তিবাস ও দাসীর প্রবেশ,)

দাসী। ওগো কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ হলো মা! অমন কর্চ্চেন কেন গো, ওমা! মা! কথা

কও না মা, আহা! এমন স্বোয়ামীর হাতে পড়ে ছিলেন, এত ঐশ্বর্য্যটা থেকেও এক-দিনের লেগে সুখ পেলেন না, মাগো! ওমা!! কোথা গেলে গো (ক্রন্দন)

প্র। আর এখন বিনিয়ে বিনিয়ে প্যান্ প্যান্ করে কাঁদ্‌তে হবে না, এখন বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।

কীর্ত্তি। তাইতো গা কি হয়ে ছিলো। [দাসী ও কীর্ত্তিবাস পালঙ্ক ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানদাকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাওন]

প্র। কিতে! একজন ডাক্তার নিয়ে আয়, শিগ্রি করে নিয়ে আয়—

কীর্ত্তি। (ভিতর হইতে) যাই মুশোয়।

প্র। বিপদের উপর বিপদ, আমি নিজে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির, তার উপর এই এক সুস্থ উপ-সর্গ, যাই এখন দেখিগে।

(প্রস্থান।)

—:○:—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দকুমারের অন্তঃপুরস্থ একটী কক্ষ।

রুগ্ন-শয্যায় সরলা শায়িতা—পার্শ্বে হরি২উপবিষ্টা

বহির্ভাগে সদাচারী গোস্বামী আসীন।

সদা। [স্বগত] কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে, মানব অবস্থায় একবার দুঃসময় উপস্থিত হলে সহজে গত হয় না, আজ কোথায় নন্দকুমার পুত্র, বধূ, পৌত্র লয়ে, সংসারে অপার আনন্দ সাগরে ভাসবে না,—এখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সরলা। যায় যাক্ জলে কেউ নির্ব্বাণ বর্‌বে না? ওকি নাথ! আমাকে ছলনা কচ্চেন কেন,? ছলনা ত্যাগ করুন, অগ্নি প্রজ্বলিত হও, শীঘ্র প্রজ্বলিত হও, হৃদয় দগ্ধ কর, ভস্মীভূত কর, আর সহ্য হয়না অসহ্য? আর বিলম্ব করোনা।

হরি। গোস্বামী ঠাকুর! শুনুন, বৌ দিদি কি

বল্‌চেন, হঠাৎ এ ভাব হ'লেন কেন? আগুন জ্বলুক বল্‌ছেন।

সদা। গাত্র জ্বালা হ'য়ে থাক্‌বে।

সরলা। গাত্র জ্বালা নয়, অন্তর জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, একেবারে যাক্‌।

সদা। হরি হরি! কই, চিকিৎসক এখন ও এলেন না, তুমি ডাক্‌তে গিয়ে ছিলে, তোমায় কি বল্লেন।

সরলা। চিকিৎসকে আবশ্যক কি।

সদা। চিকিৎসক এসে, রোগ নিরূপণ করে ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করালেই,--জ্বালা যন্ত্রণার অনেক উপশম হ'বে।

সরলা। এ জ্বালা ঔষধে নিবারণ হবার নয়, এ জ্বালা বিষের জ্বালা, বিষের বিষই ঔষধ, বিষ এনে দিন্‌, বিষপান ক'রে এজ্বালা হতে জুড়াই, জন্মের মতন জুড়াই।

হরি। বালাই, ও কি কথা? রোগ হয়েছে, আরোগ্য হবে, হরি, মধুসূদনই তার উপায় কর্‌বেন।

সরলা। হরি আর কি উপায় কর্ব্বেন, (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) প্রাণ নাথ! ভালবাসার যথেষ্ট প্রতিফল পেয়েছি, এতদিন কায়মন চিত্তে আপনার চরণ সেবা করে এলেম, শেষে কি তার এই পুরস্কার দিলেন, জন্মের মতন অধিনীকে ত্যাগ করে গেলেন; স্নেহ, মমতা একেবারে ভুলে গেলেন? একবার ভুলেও পশ্চাতে সরলার দশা কি হবে ভাব্‌লেন না? যাবার সময় একবার বলে ও গেলেন না, তবে কি আমার চরিত্রে কোন সন্দেহ হয়ে থাক্‌বে! সেই জন্য আমার প্রতি নির্দ্দয় হলেন; না হয় পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষাদিতে প্রস্তুত আছি, এতে পরলোকে আপনার নিন্দা হবে না। [ক্রন্দন]

হরি। বৌ দিদি! ওকি কথা বল্‌চেন? দাদাবাবু এখনও জীবিত আছেন, বৃথাক্রন্দন করে কেন তাঁর অশুভ কামনা কচ্চেন।

সরলা। সে জীবন থাকায় ফল কি? এখন্ত না

হয় ক্ষণেক পরে যাবে, এ অল্প সময়ে দগ্ধ দেহের কাতরতার বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না। আর আমার এয়োতে আবশ্যক কি ? [দক্ষিণ হস্তের কঙ্কন উন্মোচন] আর আমার ললাটে সিন্দুর বিন্দু কেন ? অঙ্গে অলঙ্কার কেন ? আর এসকল শোভা পায় না, আর এদেরও সে শোভা নাই, তবে কারজন্য কার ইষ্টকামনায় এখনও রয়েছে ; যাঁর জন্যে এদের যত্ন কর্‌তাম, যাঁর জন্যে এদের এত দিন আদর করে রেখেছিলেম, আজ তিনি আমাকে ফেলে চলে গেলেন, এরাও যাক্ আর আমি এদের চাইনি, হায় ! প্রাণেশ্বর ! কলিকাতায় গিয়েছিলে আমি তোমার আশাপথ চেয়েছিলাম, তুদিন আস্‌তে বিলম্ব হয়েছিলো মনে করেছিলাম কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ বিলম্ব হচ্চে, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশ্য, অবশ্যই আস্‌বেন, এই আশাতেই জীবনধারণ করেছিলাম, এখন আর কি আশায় জীবন ধারণ কর্‌বো। (ক্রন্দন)

হরি। কেন ? গুরুদাসেরমুখচেয়েই জীবন ধারণ করুন, গুরুদাসের শুভকামনা করুন, গুরুদাসের পুত্র, পৌত্র হলে ধর্ম্মেমতি রেখে হরিপদ ভরসা করে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

সরলা। বৈষ্ণবী দিদি! আর আমার জীবনে সুখসাধ কোথায় ? নারীর পতি সুখই প্রধান সুখ তবে সে পতি যে পথে গেলেন, সমস্ত সুখ সাধও সেই পথে যাক্। এখন গুরুদাস এসে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা কল্লে এই বলে সান্ত্বনা করো যে, তোমার পিতা মাতা ধর্ম্মের চরণযুগল বক্ষে ধারণ করে, ইহজন্মের মতন ইহলোক পরিত্যাগ করে গিয়েছেন, আর তোমাকেই সেই ধর্ম্মের চরণে আশ্রয় দিয়ে গেছেন। ও! প্রাণ যায়!! আর সহ্য হয় না, জীবন বহির্গত হও।

সদা। হরি হরি! জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি এত যন্ত্রণা কিসে হচ্চে।

হরি। দেহের মধ্যে কিসের এত যন্ত্রণা হচ্চে বলুন, তারই প্রতীকার করা যাক্।

সরলা। এ যন্ত্রণার প্রতীকার নাই, আমার অন্তরের ভিতর দগ্ধ হচ্চে, ও! পুড়েগেল, জ্বলেগেল, অঙ্গারের অগ্নি গন্ গন্ করে জ্বলচে।

(চিকিৎসকের প্রবেশ)

সদা। আসুন মহাশয়! এত বিলম্ব হলো যে?

চি। আজ্ঞা বিশেষ কার্য্য বশতঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, এখন দেখি, কেমন অছেন।

হরি। চিকিৎসক মহাশয়! ভাল করে দেখুন (সরলার প্রতি) বৌ দিদি! চিকিৎসক মহাশয় এসেছেন, নাড়ী দেখতে দিন, রোগ শীঘ্র অরোগ্য হবে।

সরলা। কই চিকিৎসক? (মাথার ঘোম্‌টা টানিয়া) ও! লজ্জা সরম তোর এদেহ হ'তে বহির্গত হলো, পোড়া প্রাণ আর বাহির হতে

চায় না, আমার জন্যে আবার চিকিৎসক কেন? এ দগ্ধ প্রাণের এত যত্ন কেন? ও! অসহ্য। জীবিতেশ্বর! (ক্রন্দন)

চি। একটু স্থির হন্। [নাড়ী অনুভব ও রোগ পরীক্ষা করণ।]

হরি। একবার চুপ করুন না বৌ দিদি, রোগ নিরূপণ কর্‌তে দিন্।

সদা। চিকিৎসক মহাশয়! কিরূপ অনুভব কল্লেন। পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি না হ্রাস দেখলেন।

হরি। আজ তিন দিবস অতিত হ'লো, এত ঔষধ খাওয়ালেম, কিছুতেই রোগের উপশম দেখছি না,

চি। কি জানেন গোস্বামী মহাশয়! রোগের ঔষধে রোগেরই উপশম হবে, শোকের শান্তি হবে কেন? একে রোগ শোকে উভয়ে একত্রে যন্ত্রণা দিচ্চে, কেবল ঔষধেকি হবে।

সদা। (চিন্তাকুল চিত্তে) তাইতো এখন উপায় কি। কি করা কর্ত্তব্য, কি করি. (বৈ,-প্র) হরি

হরি! একবার দেখ দেখি হরকুমারের অনুসন্ধান কত্তে পাঠিয়েছি, এখনও কেহই প্রত্যাগমন কচ্চে না কেন।

হরি। যথা আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান)

চি। প্রতাপের ও রোগ সমুহ।

সদা। কি রোগ হয়েছে।

চি। মহাব্যাথী কুষ্ঠরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চেন।

সরলা। আমি যদি সতীহই, ও! ভগনব!! পাষণ্ড অচিরেই যেন পাপের প্রতিফল পায়, দেখবেন, যেন সতী নমে না কলঙ্ক হয়। প্রাণাধিক প্রতাপের দুর্দ্দশা দেখে যান।

হরি হরি পাগলিনী গীত করিতে করিতে প্রবেশ।

পাইনু প্রেমের পাখি, পুষিনু পরাণ পাশে।
পিয়ানু প্রেমের পানি পিয়ালা পিয়ালা চাশে।
পড়ানু প্রেমের পুঁথি প্রাণপনে প্রাণে লয়।
পাড়িনু প্রেমের পাশে, পিছে পিছে পাছে রয়।
প্রেমপেয়ে পোড়া পাখি, প্রাণ পেলে প্রাণ ভূলে।
ফাঁকি দিয়ে গেছে চলে, হিয়ার দুয়ার খুলে।

কাঁদে মন সাধে মন, খুঁজিনু কতই আশে।
পাইয়ে প্রেমের পাখি, পুষিয়ে পরাণ পাশে।

সদা। কি হয়েছে, হরি হরি ?

হরি। প্রভূ! সর্ব্বনাশ হযেছে, শোকের উপর শোক।

সদা। কি হয়েছে প্রকাশ করে বল।

হরি। এই দেখুন। (গৃহের দ্বারোদ্ঘাটনানন্তর তন্মধ্যে হরকুমারের মৃতদেহ রজ্জুতে দোদুল্যমান)—

চি। ও! পুত্রশোক কি ভয়ানক!!—

সদা। হরকুমার! তোমার এ গুপ্ত অভিসন্ধি, আমার অটল অন্তঃকরণকেও বিচলিত করেছে, তুমি শেষে আত্মঘাতী হয়ে অপঘাত মরণে পাপের অংশ গ্রহণ কল্লে।

সরলা। পিতঃ! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন, একটু অপেক্ষা করলেন না, দাসী আপনার সঙ্গে গিয়ে পরলোকেও পিতার চরণ সেবা ক'রে, ইহজন্মের পাপ ক্ষয় করবে।

হৃদয়! আর কেন শীঘ্র চল, উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করে সুখে বাস কর্‌বে।

চি। (শ্বাস পরীক্ষানন্তর) জীবনের আশা দুরাশা মাত্র!

হরি। গুরুদেব! একবার নিকটে আসুন, কেমন কচ্চেন;

(গোস্বামীর সরলার নিকটে গমন)

সরলা। গুরুদেব! এই সময় একবার ঐ শ্রীচরণ মস্তকে রাখুন, অধিনীর অন্তিম সময় দাসীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন,—অধিক কি বলবো, গুরুদাস আপনার দাস হয়ে রইলো,—দেখবেন। (হরি-প্রতি) তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারলেম না—(ক্রন্দন।

(তৎসঙ্গে হরিহরির ক্রন্দন)

চি। গোস্বামী মহাশয়! এঁকে অপর গৃহে লয়ে যান।

(সকলের তথাকরণ)

সরলা। নাথ! এই যে এসেছি, যাই—ছল্লুম,
নে যান, বিদায় দাও।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি!

নন্দকুমার, প্রতাপ, জল্লাদ ও প্রতিহারির প্রবেশ।

কিঞ্চিৎ দূরে দর্শকগণ সদাচারী গোস্বামী দণ্ডায়মান।

নন্দ। হা ধিক্ ভারতবাসী! ধিক্ তোমা সবে,
পাদতলে নতশিরে, কতদিন রবে?
বিজাতী, বিদেশী ম্লেচ্ছ দলিছে চরণে,
এত স'য়ে তোমা'সবে জীবন ধরিবে,
বিশাল বারিধি পারে, বসতি যাদের,
সামান্য বণিক বলে জানিতাম সবে;
এই যে সে দিন মাত্র, আসিয়া ভারতে,
লয়েছে সোণার টাট, সোণার রাজত্ব।
অলি গিয়ে কীট হায়! বসেছে কমলে।
হেরিবে বাহিরে শুভ্র, শ্বেত দ্বীপ বাসী,

শুনিবে সরল কথা, সরল আচার,
ভাবিবে সরল ভাব, এদের অন্তরে।
নাজানিয়া পরিণাম, ছলনায় ভুলে,
করোনা বিশ্বাস সবে, করোনা কখন।
জড়াওনা কালফণী, ফুলমালা ভেবে,
বিনা দোষে দংশে সর্প, আপন স্বভাবে॥

প্রতি। তোমার জগতে কোন দ্রব্যে প্রয়াস থাকে বল?

নন্দ। প্রতিহারি! এই কি তোমার শেষ সৌজন্য আমার জগতের কোন দ্রব্যে প্রয়াস নাই, কেবল মাত্র প্রিয়তমা সরলার চাঁদমুখ দর্শনের অভিলাষ, ও পিতার নিকট শেষে উপদেশ গ্রহণ। আর একটী—চরম সময়ে একবার জগৎপিতা মধুসুদনের নাম স্মরণ করে সর্ব্ব-পাপ নাশ করি, এই কয় দিন অনাহারে জীবন ধারণ করে আছি, কেবল প্রাণভরে ঐ হরিনাম সুধাপান করবার জন্য; হরি হে! অধমের

তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই, ভগবন! নন্দকুমারের এই শেষ সময়, এই অসময়ে,—

প্র। বৃথা সময় নষ্ট কর না, জল্লাদ! প্রস্তুত কর।

নন্দ। প্রতিহারি! হরিনামে সময় নষ্ট হয় না, এ সময় অনন্ত অসীম।

জল্লাদ। আপনি প্রাণ ভয়ে হরিনাম করুন, হরিই আপনার পর জন্মে সদ্গতি করবেন।

নন্দ। জল্লাদ হে! তুমিই ধন্য, তুমিও বুঝি আমার ন্যায় অধর্ম্মের প্রতাপে এই জঘন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছ, ঘাতুক-কলঙ্ক মস্তকে ধারণ করেছ, তোমার স্বভাব এতদূর উচ্চ, অনেক অধর্ম্ম-চারীদের শিক্ষার স্থল।

প্র। জল্লাদ! কাল বিলম্ব ক'র না।

জল্লাদ। আঁজ্ঞা! ব্রাহ্মণের গলায় ফাঁসী, আমার ক্ষমতার অসাধ্য।

প্র। এ জগতে প্রতাপের অসাধ্য কিছুই নাই। প্রতাপের দ্বারা একার্য্য সমাধা হবে।

নন্দ। ও জগদীশ্বর! আর যে প্রতাপের পীড়ন

সহ্য হয় না, শীঘ্র নিন্, মাতঃ ভাগিরথি! আপনার চরণে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে পাল্লেম না, এবড় আক্ষেপ র'ইল।

জল্লাদ। আপনি কেন বৃথা কাতর হচ্চেন, স্বর্গে আপনার জন্য স্থান প্রস্তুত হর্চ্চে।

নন্দ। ঘাতুক! নন্দকুমার জন্মের মতন ইহ জগৎ ত্যাগ করে চল্লো, বিদার দাও (দর্শকগণের প্রতি) ভ্রাতৃবর্গ! নন্দকুমার অধর্ম্মের জালে জড়িত হয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে তোমরা সকলে বিদায় দাও, এ অভাগা নন্দকুমারের নাম একেবারে স্মরণ হতে দূর কর। এখনও নন্দকুমার ধর্ম্মের চরণ যুগল বক্ষে স্থাপন করে পরমেশ্বরের নিকট পরীক্ষা দিতে চল্লো, "এ ভারতে অধর্ম্মের জয়" এ কথা নন্দকুমার শত সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে বলতে কুণ্ঠিত হবেনা, সমীরণও যেখানে সেখানে বল্‌বে, "একালে অধর্ম্মের জয় ধর্ম্মের পরাজয়" তপনকিরণও সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াবে "এ ম্লেচ্ছের রাজ্যে নাইকো বিচার

সম্পূর্ণ অবিচার” হরকুমারের বংশ যত দিন এ জগতে থাক্‌বে, ততদিন কেহ না কেহ এ দেশে ও অপর দেশে বলে বলে বেড়াবে “এ রাজত্বে সত্যনাশ, পাপের আবাস” আর বর্ত্তমান দর্শকগণ! আপনারাও দেখচেন অবিচারে নন্দকুমারের ফাঁসী (ক্রন্দন) সরলে! প্রাণের সরলে! জগদীশ্বর তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন।

জনৈক দর্শক। সরলাও সতী, তোমার সহগামিনী হবে।

নন্দ। ধন্য সতি! জগতে তুমিও সতীর কীর্ত্তি রাখলে, গুরুদাস! হরিদাস হয়ে আজীবন ধর্ম্মে মতি রেখে হরিপাদ সেবাকরে মানবলীলা সম্বরণ করো। জন্মভুমি! এত দিনের পর তোমার অপগণ্ড সন্তান তোমাকে ত্যাগ করে গেল, পিতঃ! আপনার আদরের স্নেহের নন্দকুমার (ক্রন্দন, ইত্যবসরে ফাঁসী প্রদান।)

সদা। নন্দকুমারের মৃত দেহ লইয়া দাম্পাত্য চিত্তায়

সরলা সতী ও নন্দকুমারের দেহ জ্বালান হউক

(যবনিকা পতন।)

পরিশিষ্টাঙ্ক। (দর্শকগণের করুণ সঙ্গীত।)

কাঁদিছে কাঁদিছে কাঁদিছে পরাণ,
সহেনা সহেনা সহেনা জ্বালা।
কাঁদুক কাঁদুক সবার পরাণ,
সবাই পরুক শোকের মালা॥
হা ভারত বাসি ! কি করিবে বল,
আছে কি সে বল, আছে অসি বল,
ছিল ধর্ম্ম বল গেলো ও সে বল,
শুধুই ফেলে চক্ষু জল, ভিজুই বক্ষঃস্থল
নিবুই শোকানল, নিবালো জ্বালা।
কাঁদিছে কাঁদিছে কাঁদিছে পরাণ,
সাহেনা সাহেনা সহেনা জ্বালা॥
কাঁদে পশু পক্ষী; কাঁদে তরু নদী,
কাঁদে নর জাতি, কাঁদে বসুমতী,
কাঁদিছে যুবক, কাঁদিছে যুবতী,

আবাল বৃদ্ধ, পুরুষ বালা ;
কাঁদুক কাঁদুক সবার পরাণ,
সবাই পরুক শোকের মালা ।।

(রমণীগণের করুণ সঙ্গীত।)

দেখহে গগন, দেখহে ভুবন,
দেখরে যবন, যায়রে জীবন,
হিন্দু নারীগণ পুরীতে এখন,
পুরিছে সবাই শোকের মেলা
অন্তরে কেবল জ্বলিছে প্রবল,
অন্তরে জ্বলিছে অন্তর্জ্বালা ।
একি রাজার বিচার, কেমন আচার,
দেশে থাকা ভার বিষম জ্বালা ।।
কাঁদিছে কাঁদিছে কাঁদিছে পরাণ,
সহেনা সহেনা সহেনা জ্বালা ।।

সম্পূর্ণ।